রাঁচি, মঙ্গলবার
04:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>260 >>18 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬০ >> << ১৮ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

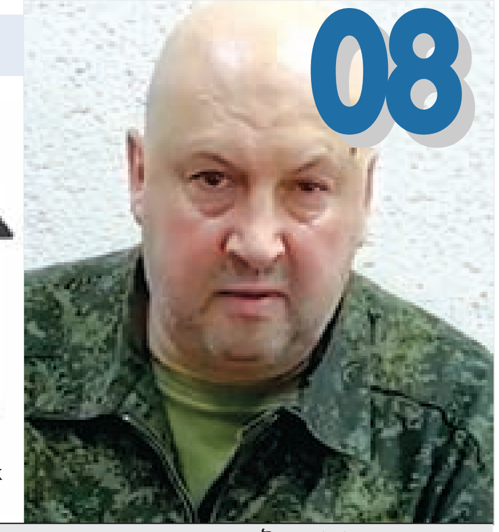

শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে পৌঁছেছে ফ্রান্স নৌবাহিনীর জাহাজ এফএস সার্কাফ

প্যারিস : পাঁচ দিনের শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে পৌঁছেছে ফ্রান্স নৌবাহিনীর জাহাজ এফএস সার্কাফ। রবিবার জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে পৌঁছালে, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন ফয়েজ জাহাজটিকে স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত বাদকদল ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ব্যান্ড পরিবেশন করে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরদিপ্তরের (আইএসপআরি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাহাজটিকে স্বাগত জানাতে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এবং নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।এর আগে সফরকারী জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় পৌঁছালে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'স্বাধীনতা' অভ্যর্থনা জানায়। বাংলাদেশ সফররত জাহাজটিতে ১৭০ জন কর্মকর্তা ও নাবিক রয়েছেন। ১২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ফ্রান্সের এই জাহাজের অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন ক্যাপ্টেন জেরোম ডুবইস।

বাজার দর
SENSEX : 65205.05 +486.49
NIFTY : 19322.55 +133.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .06 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে পররাষ্ট্র দফতরের পর্যালোচনায় বাইডেন ও ট্রাম্পের সমালোচনা

কাবুল : শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রতিবেদনে, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তার পূর্বসূরি ডনাল্ড ট্রাম্পের সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত, যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সাবেক সরকারের নিরাপত্তা এবং টিকে থাকার জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে আনে। রিপোর্টের ফলাফলে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের ওপরও নেতিবাচক মন্তব্য উঠে আসে তবে, তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা, ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান কাবুলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের সংকটব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স সম্প্রসারণে ব্যর্থতা এবং এই সঙ্কটের সকল উপাদান তদারকি করার জন্য একজন সিনিয়র কূটনীতিকের অভাব কে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পর্যালোচনা এবং পেন্টাগনের একটি অনুরূপ সমীক্ষা, গত এপ্রিলে হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে অবদান রাখে। তবে পররাষ্ট্র দপ্তরের পর্যালোচনার সমালোচনামূলক অংশ হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁপিয়ের আফগান প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি শুক্রবার সংবাদদাতাদের বলেন, তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো কারণ যুক্তরাষ্ট্র সমাপ্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে না এমন একটি যুদ্ধে শত শত কোটি ডলার খরচ করেছে। তাই, তিনি এই অপচয় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ করতে চেয়েছিলেন। ট্রাম্পের মুখপাত্র স্টিভেন চেউং একটি ইমেলে লিখেছেন আফগানিস্তান থেকে বিপর্যয়কর প্রত্যাহারের জন্য শুধুমাত্র একজনই দায়ী জো বাইডেন। হোয়াইট হাউজের প্রতিবেদনে, যুক্তরাষ্ট্রের বিশৃঙ্খল সেনা প্রত্যাহারের জন্য তালিবানের সাথে ২০২০ সালের চুক্তির পর, ট্রাম্পের পরিকল্পনার অভাব এবং সেনা হ্রাসের পদক্ষেপকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করা হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের পদক্ষেপ পরবর্তী (আফটার অ্যাকশন) ৮৫ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের ২৪ পৃষ্ঠা প্রকাশ করেছে। বাকী অংশ গোপনীয় হিসেবে অপ্রকাশিত রাখা হয়। তালিবানের বিরুদ্ধে কাবুল সরকারকে ২০ বছর ধরে সমর্থন দেয়ার পর যুক্তরাষ্ট নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়।তাদের প্রত্যাহার অভিযান পরিচালনার বিষয়ে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র দপ্তর। ২০২১ সালের ৩০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের শেষ সেনাদল প্রত্যাহার করার আগে প্রায় ৬,০০০ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকসহ অন্তত ১ লাখ ২৫ হাজার মানুষকে কাবুল থেকে বিমানে করে সরিয়ে নেয়া হয়। তখন, যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত সরকার পালিয়ে যাওয়ার পর, কাবুলের উপর তালিবান তাদের দখল সুসংহত করে।

শরদ পাওয়ারের দল ভেঙে ভাইপো অজিত বিজেপির সঙ্গে

মুম্বাই : বছরখানেক আগে যেভাবে শিবসেনা ভেঙেছিল, এবার সেভাবেই শরদ পাওয়ারের দল ভাঙলো। অভিযুক্ত বিজেপি।

রোববার এনসিপির নয়জন বিধায়ককে নিয়ে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন অজিত পাওয়ার। বাকি নয়জন মন্ত্রী হয়েছেন। মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার। তার দাবি, দলের ৫৩ জন বিধায়কের মধ্যে ৪০ জনের সমর্থন তার সঙ্গে আছে। অজিতের সঙ্গে ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁকে কিছুদিন আগেই দলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করেছেন শরদ পাওয়ার।

মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ঠিক এইভাবেই শিবসেনা ভেঙে বেরিয়ে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন অধিকাংশ বিধায়ক। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। পরে নির্বাচন কমিশন দলের প্রতীক ও নাম শিন্ডেকে দিয়ে দেয়।

একইরকমভাবে অজিত পাওয়ার দাবি করেছেন, দলের ৫৩জন বিধায়কের মধ্যে ৪০ জন তার সঙ্গে আছেন। তিনি দলের প্রতীক ও নাম দাবি করে নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছেন। শিন্ডের উদাহরণ সামনে থাকায় তার এই দুইটি দাবি নির্বাচন কমিশন মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

অজিত পাওয়ারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই কথাবার্তা চালাচ্ছিল বিজেপি। কিছুদিন আগেই অজিতের দল ভাঙার প্রবল জল্পনা ছিল। তারপর শরদ পাওয়ার ইস্তফা দেয়ার ঘোষণা করেন। দলের নেতাদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেন এবং মেয়ে সুপ্রিয়া সুলে ও প্রফুল্ল প্যাটেলকে কর্যকরী সভাপতি করেন। শরদ পাওয়ার আগামী বুধবার দলের বৈঠক ডেকেছেন। তার সঙ্গে থাকা নেতারা দাবি করেছেন, বিধায়করা বেশিরভাগ শরদের সঙ্গেই থাকবেন। শরদ সোমবার সাতারা যাওয়ার আগে এনডিটিভি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার পরিবারের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। পরিবারের ভিতরে তারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন না। সকলেই নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেন। পাওয়ার জানিয়েছেন, তিনি কোনো নেতার সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করেননি। তবে অজিত পাওয়ারের সিদ্ধান্ত তিনি মানেন না। তিনি উদ্ধব ঠাকরে ও কংগ্রেসের জোটের সঙ্গেই থাকবেন। আর আইনগত বিষয় নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ্য সভাপতি জয়ন্তী প্যাটেলই সবকিছু করছেন।

কিছুদিন আগেই বিহারে বিরোধীদলগুলি একজোট হয়েছিল। তারপরেই মহারাষ্ট্রে একটি প্রধান বিরোধী দল ভেঙে দিলো বিজেপি। সন্দেহ নেই, এটা শরদ পাওয়ারের কাছে এবং বিরোধীদের কাছে ধাক্কা। মহারাষ্ট্রে তাদের শক্তি কমলো।

কিন্তু এর কতটা প্রভাব আগামী লোকসভা নির্বাচনে পড়বে? লোকমতের প্রবীণ সাংবাদিক সুনীল চাওকে মরে করেন, ''এর আগে উদ্ধবকে ক্ষমতা থেকে সরানো গেছে ঠিকই, কিন্তু শিবসেনার ভোট তার দিকেই থাকার সম্ভাবনা বেশি। তেমনই শরদ পাওয়ারের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। তিনি মাঠে নামলে অনেককিছুই বদলে যেতে পারে।'' শরদ পাওয়ারের বয়স এখন ৮২ বছর। তার শরীর খুব ভালো নয়। কিন্তু এখনো মহারাষ্ট্র তথা বিরোধী রাজনীতিতে তার বিপুল প্রভাব রয়েছে। তাকে বলা হয় রাজনীতির চাণক্য। ফলে শরদ যদি আবার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে তাদের দিকে জনসমর্থন থাকবে বলে মনে করছেন কংগ্রেস নেতারা।

তবে মহারাষ্ট্রের ঘটনা থেকে বিরোধীরা চিন্তিত। যেভাবে দল ভাঙছে, সিংহভাগ বিধায়ক দল বদলে বিজেপির দিকে চলে যাচ্ছেন, তাতে লোকসভার আগে আরো এরকম ভাঙন হতে পারে বলে মনে করছেন তারা।

রুশ হামলায় ইউক্রেনে ৩ জন নিহত, কিয়েভ সফর করলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

কিয়েভ : শনিবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা দেশটির পুর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে রুশ শেলবর্ষণে আরও বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর দিয়েছেন। ইতোমধ্যে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ কিয়েভ সফর শুরু করেছেন। এ সফরের উদ্দেশ্য আগ্রাসী রুশ বাহিনীকে পরাস্ত করতে ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রতি মাদ্রিদ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা। ইউক্রেনের সংসদে দেওয়া ভাষণে সানচেজ বলেন, যতদিন প্রয়োজন, আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো। তার এই বক্তব্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের অনেকেই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানান। আমি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অবৈধ ও অযৌক্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় (ইউনিয়ন) ও ইউরোপের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি প্রকাশ করতে এসেছি, জানান সানচেজ। একই দিন স্পেন ২৭ রাষ্ট্রের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৬ মাস মেয়াদী সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীতে জেলেন্সকির সঙ্গে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সানচেজ ইউক্রেনকে আরো ভারী অস্ত্র দেওয়ার ঘোষণা দেন, যার মধ্যে আছে ৪টি লেপার্ড ট্যাংক, আরমার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) ও বহনযোগ্য ফিল্ড হাসপাতাল। তিনি আরও জানান, স্পেন দেশটির অবকাঠামো মেরামতের কাজে সহায়তার জন্য বাড়তি ৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো দেবে। সম্ভাব্য শান্তি আলোচনার বিষয়ে সানচেজ বলেন, শুধু ইউক্রেনই এ ধরনের আলোচনার শর্ত ও এর জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে পারে। অন্যান্য দেশ ও অঞ্চল থেকে শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। তাদের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই, কিন্তু একইসঙ্গে, সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আমরা মেনেও নিতে পারছি না। এটি একটি আগ্রাসী যুদ্ধ, যেখানে একজন আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং একজন এর ভুক্তভোগী। তাদেরকে সমানভাবে দেখলে চলবে না এবং আইন অমান্য করার প্রবণতাকে কোনো ভাবেই পুরস্কৃত করা যাবে না। এ কারণেই আমরা প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকির শান্তি ফর্মুলাকে সমর্থন জানাই, জানান সানচেজ।

জুনে ইউক্রেনে গোপন বৈঠক করেছেন সিআইএ'র পরিচালক

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র পরিচালক উইলিয়াম বার্নস জুনে ইউক্রেনে একটি গোপন সফর করেন। বার্নস সেখানে ইউক্রেনের প্রতিআক্রমণের কৌশল নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শুক্রবার এসব গোপন বৈঠকের তথ্য জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও রুশ প্রতিরক্ষা অবকাঠামোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনীর নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোঝিনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের আগে এই গোপন আলোচনাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতিআক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি করেনি।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা হতাশা প্রকাশ করেছেন। তারা ওয়াশিংটন ও পশ্চিমা দেশগুলোকে আরো অত্যাধুনিক অস্ত্র দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে রুশ প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো ভেদ করার ক্ষেত্রে আরো সুবিধা পাওয়া যায়। আর, ইউক্রেনীয় সেনারা আরো ভূখণ্ডের দখল ফিরে পেতে পারে।

তবে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা আত্মবিশ্বাসী যে ইউক্রেনের প্রতিআক্রমণে সাফল্য আসবেই। তবে উল্লেখযোগ্য অর্জন পেতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতে পারে। শুক্রবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার ও জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলি বলেন, কাগজেকলমে যুদ্ধ ও প্রকৃত যুদ্ধ এক নয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবে বক্তব্য দেয়ার সময় জেনারেল মিলি আরো বলেন, মানুষের ধারণার চেয়ে এটি ধীরে চলছে, এটা আমাকে একটুও বিস্মিত করেনি। তিনি জানান, ইউক্রেনীয় বাহিনী অবিচলভাবে ও কার্যকরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। মিলি আরো বলেন, এখানে আরো জটিলতা দেখা দেবে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলবে। আর এতে প্রচুর রক্তক্ষয় হবে। আর, এ বিষয়গুলো নিয়ে কারো মনে কোনো বিভ্রম থাকা উচিৎ নয়।

সহিংসতা তৃণমূল অভিয়োগ অস্বীকার করে বলেছে, বিজেপি মিথ্যা কথা বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে

পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে বোমা, গুলি চলছেই, নিহত তিন

কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা অব্যাহত। বোমা, গুলি। গত তিনদিনে মৃত তিনজন।

গত তিনদিনে তিনজন রাজনৌতিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বাসন্তীতে একজন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। হাড়োয়ায় বোমা ফেটে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ, বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। পুরুলিয়ার মানবাজারে একজন বিজেপি নেতার দেহ নদীর কাছে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরিবারের অভিযোগ, তাকে খুন করেছে তৃণমূল।

মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে এক কংগ্রেস নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তৃণমূলের একজন বুথ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদের রানিনগরে বাম ও কংগ্রেসের প্রার্থীদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। অভিয়োগ অস্বীকার করেছে শাসক দল।

বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে ১৫-১৬টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। হুগলির চণ্ডীতলায় সিপিএম ও আইএসএফের মিছিলে হামলা করা হয়েছে। ভরতপুর থানায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

হাড়োয়ায় সুতিপুকুর গ্রামে পুকুরের ধারে এক তৃণমূল কর্মী পরিতোষ মণ্ডলের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষের দাবি, বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। তাতে পরিতোষের একটা হাত উড়ে যায়. দেহের বিভিন্ন জায়গায় বোমার টুকরো বিঁধে যায়। চারজন আহতও হয়েছেন। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য দেহ নিয়ে গেছে।

পরিবারের অভিযোগ, পরিতোষকে খুন করা হয়েছে এবং বিরোধীরারা এই কাজ করেছে।

পুরুলিয়ার মানবাজারে বিজেপি নেতা বঙ্কিম হাঁসদার দেহ নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের গুণ্ডারা তাকে খুন করেছে। নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস তৈরির জন্য এই কাজ করা হয়েছে।

তৃণমূল অভিয়োগ অস্বীকার করে বলেছে, বিজেপি মিথ্যা কথা বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।

সোমবার সকালে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা ফেরেন রাজ্যপাল। তিনি ট্রেনে ফিরেছেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তিনি ,সোজা চলে যান বাসন্তীতে, মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে। এর আগে তিনি উত্তবঙ্গের দিনহাটায় নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন তৃণমূল অভিযোগ করেছিল, তাদের দলের কর্মী খুন হলে তো রাজ্যপাল সেখানে যান না।

তারপরই রাজ্যপাল সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বাসন্তীতে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি যাবেন। সেইমতো কলকাতা পৌঁছেই সোজা বাসন্তীতে মৃত জিয়ারুল মোল্লার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। মোল্লার পরিবারও রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তারা জানিয়েছে, পুলিশের উপর তাদের আস্থা নেই, রাজ্যপালের উপর আছে।

বাসন্তীতে পৌঁছে রাজ্যপালের গাড়ি জিয়ারুলের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারেনি। কারণ, রাস্তা সরু। রাজ্যপাল হেঁটেই যান। যেখানে জিয়ারুলকে খুন করা হয়েছিল, সেই জায়গাও দেখেন। সাধারণ মানুষ রাজ্যপালের কাছে সহিংসতার অভিযোগ জানাতে থাকেন। রাজ্যপাল বলেন, কিছু হলেই রাজভবনের কন্ট্রোল রুমে জানাতে।

বিজেপির সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ''যার অশান্তি থামানোর কথা, তিনি বাড়িচ্ছেন। আর রাজ্যপাল গোটা রাজ্যে যাচ্ছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াতে। দুয়ারে রাজ্যপালকে দেখছি আমরা।''

তৃণমূলের নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেছেন, ''রাজ্যপাল বিজেপি নেতার মতো আচরণ করছেন। তার উচিত রাজ্য সরকারকে সাহায্য করা। কিন্তু তিনি তৃণমূলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাইছেন।''

সুবিধা নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলে যোগ দিব, তা হবে না ঃ মৌসুম নূর

মালদা ঃ কেউ যদি মনে করেন অন্য দল থেকে প্রার্থী হয়ে জিতবো, আর পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগদান দিব এটা চলবে না। নিস্বার্থে যদি দল করতে হয় তাহলে এখনই আপনারা অন্য দল থেকে সরে দাঁড়ান। একজন দলীয় সৈনিক হিসেবে তৃণমূলে যোগ দিন। দল আপনাদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু সুবিধা নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলে যোগ দিব, তা হবে না। সোমবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মীসভায় এভাবেই বিরোধীদলের প্রার্থীদের সাফ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর। এদিন কালিয়াচক ৩ ব্লকের প্রথমে ভগবানপুর এবং বিকেলে কৃষ্ণপুর এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার সারেন সাংসদ মৌসুম নূর। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কালিয়াচক ৩ ব্লকের অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের বিধায়ক চন্দনা সরকার সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের প্রার্থীদের সমর্থনেই নির্বাচনী প্রচার সারেন সাংসদ মৌসুম নূর। এদিনের কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর বলেন, কেউ নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছেন, আবার কেউ অন্য দল থেকে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো তারা ভাবছেন যদি ভোটে জয়ী হই, তাহলে সুযোগ বুঝে তৃণমূলে যোগদান করে ফেলবেন। নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে অন্য দলে প্রার্থী হয়ে জেতার আশা করছেন। আর পরবর্তীতে সুবিধা নেওয়ার জন্য তৃণমূলে যোগ দেবেন , এটা হতে দেওয়া যাবে না । যদি সত্যিই আপনারা তৃণমূল দলকে ভালোবাসেন, তাহলে এখনও সময় আছে আপনারা সরে দাঁড়ান এবং তৃণমূলে যোগ দিন। সাংসদ মৌসুম নূর আরও বলেন, মালদা এখন যা পরিস্থিতি তাতে বিরোধীদলের প্রার্থীদের কোনও জায়গা নেই। সর্বত্রই তৃণমূলের জয়জয়কার। কারণ একটাই, আমাদের দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি লক্ষীর ভান্ডার থেকে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা , কন্যাশ্রী , যুবশ্রী সহ একাধিক প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য করে দিয়েছেন। সুতরাং বিরোধীদের কথা এখন সাধারণ মানুষ শুনতে চাইছে না। ভোটের সময় সুবিধাবাদী বিরোধী দলের কিছু নেতানেত্রীদের দেখা যায়। যা এখন দেখা যাচ্ছে। অনেকেই ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য নানান ধরনের জিনিস দিবেন। আমি বলছি আপনারা সেইসব জিনিস গ্রহণ করুন, কিন্তু ভোটটা তৃণমূলকে দিন।

সাংসদ মৌসুম নূর আরও বলেন, গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ১০০ দিনের টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ কাজ পাচ্ছে না। জবকার্ড থাকলেও ১০০ দিনের টাকা বরাদ্দ না হয় সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ । এর জন্য দায়ী বিজেপি সরকার। আর তাদের মদত যোগাচ্ছে বাম এবং কংগ্রেস। সুতরাং আপনাদের সকলকে মনে রাখতে হবে বিরোধীরা এখন তৃণমূলকে পরাজিত করতে তলে তলে গোপন আঁতাত করেছে। আর প্রকাশ্যে লোক দেখানি প্রচার করছে। বিশ্বাসঘাতকদের দলে জায়গা নেই। তবে এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদায় বিরোধীশূন্য বোর্ড গঠন করবে তৃণমূল।

এদিকে তৃণমূল সাংসদের এই বক্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপির মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি । তিনি বলেন, কে কার সাথে তলে তলে গাঁটবন্ধন বেধে চলছে সেটা মানুষই জানে। দুর্নীতি, তোলাবাজিদের দল হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। আর এখন তারা মুখে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন মাধ্যমেই নতুন পরিবর্তন আসতে চলেছে।

ভোট প্রচারে গিয়ে মহিলাকে অশ্লীল গালিগালাজ ও মারধরের হুমকির অভিযোগ কংগ্রেস ও সিপিআইএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ভোট প্রচারে গিয়ে এক মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার গালিগালাজ এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সিপিআইএম এবং কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে। দুই প্রার্থীর নামে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ওই মহিলা।যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে এই ঘটনায় তৃণমূলের চক্রান্ত দেখছে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি নিজেদের পায়ের তলায় মাটি নেই বলে সবকিছুতে তৃণমূলকে দেখতে পাচ্ছে জোট। চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৩ নং বুথে ১৯ এবং ২০ নং আসনের কংগ্রেস ও সিপিআইএম জোট প্রার্থী আমিনুল হক এবং বাহারাম খান।এই দুই প্রার্থী চাঁচলের কলিগ্রাম শ্মশান পাড়ায় ভোট প্রচারের উদ্দেশ্যে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে বের হয়। রাত ৮৩ূ০ নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা দিলকত বেওয়ার বাড়িতে তারা ভোট চাইতে যায়। দিলকত বেওয়ার স্বামী বহু বছর আগে মারা গেছেন। বাড়িতে তিনি তার এক প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে থাকেন।দিলকত বেওয়ার অভিযোগ বাহারাম খান যে সময় পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় ছিলেন সেই সময় তিনি তার পরিবারের জন্য কোন কাজ করেননি। সেই নিয়েই তিনি অভিযোগ জানাতে গেলে হঠাৎই বাহারাম খান মেজাজ হারায়। তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধরের চেষ্টা করে।প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। প্রতিবেশীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সেখানে এলে এই দুই প্রার্থী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপরেই চাঁচল থানায় এসে আমিনুল হক এবং বারাম খানের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দিলকত। তার আশঙ্কা এই দুজন প্রভাবশালী হয় পুনরায় তার ওপর আক্রমণ হতে পারে। যদিও আমিনুল হক এবং বাহারাম খানের দাবী দিলকত বাহারাম খানকে কটুক্তি করায় বাহারাম খান প্রতিবাদ করেছিলেন। তৃণমূলের চক্রান্তে ওই মহিলা এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করছেন। অভিযোগ সত্যি হলে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা দাবি বিজেপির।

বর্ষার শুরুতেই বাড়ছে ডেঙ্গির আশঙ্কা। তৎপর শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি। ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করলো মেয়র। জানা গিয়েছে, বিগত সময়ে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের।ফের শহরে যাতে থাবা বসাতে না পারে ডেঙ্গি সেই কারণে এবারে তৎপর হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।প্রচার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর দেওয়া হয়েছে জোর। ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার বাড়াতে সোমবার থেকে শহরে নামল ৬টি সাউন্ড সিস্টেম যুক্ত ই রিক্সা।এছাড়াও ৪০ টি আবর্জনা পৃথকীকরণ ভ্যান ও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসল্টিং মেশিন নামানো হল।এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে এর সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,মেয়র পারিষদ মানিক দে,পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা।

আলিপুরদুয়ারে রুট মার্চ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের সেণ্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকায় সোমবার রুট মার্চ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী । এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী সেণ্ট্রাল ডুয়ার্স, রাঙ্গামাটি সহ বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে । সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন আর এই নির্বাচনের পূর্বে ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলায় পৌছে গেছে সেণ্ট্রাল বাহিনী । সোমবার সেণ্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চের পাশাপাশি জনগণের সাথে কথা বলেন ।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার সফর সেরে ফিরে যেতেই আবারো দিনহাটার ভেটাগুরিতে উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে ভেটাগুড়ির সিঙ্গী জানি এলাকায় বিজেপি কর্মী কুঞ্জো রায় বাজারে চুল কাটতে গেলে সেই সময় তৃণমূলের দুস্কৃতীরা তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাকে মারধরের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নবনির্মিত নিকাশী নালার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়া এলাকায় নবনির্মিত নিকাশী নালার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ।আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বি. এড. কলেজ সংসদ ও নারায়ণপল্লী সংসদ এলাকায় দুটি নিকাশী নালা নতুনভাবে তৈরি করা হয়। সোমবার তারই উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ, মাটিগাড়ার কৃক্ত শ্রীবাস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এই কাজ করা হয়েছে। একইসাথে ওই এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত একটি রাস্তা তৈরি হচ্ছে,তা পরিদর্শন করেন তারা।

দুই জা এর লড়াই উত্তর দিনাজপুরের ভোট যুদ্ধে একজন শাসক দল অন্যজন বিরোধী প্রার্থী

উত্তর দিনাজপুর। একই পরিবারে দুই জা এর লড়াই ভোট যুদ্ধে একজন শাসক দল অন্যজন বিরোধী প্রার্থী। রায়গঞ্জ এর দক্ষিণ আব্দুলঘাটার ঘটনা

একই পরিবারের দুই জা এর লড়াই এবার পরিবারের বাইরে একেবারে ভোটের ময়দানে ,মুখোমুখি দুইজন ,একজন তৃণমূল প্রার্থী অন্যজন বিজেপি। রায়গঞ্জ শহরের কমলা বাড়ি ১ নং অঞ্চলের দক্ষিণ আব্দুলঘাটার বাসিন্দা গীতা মন্ডল ও জয়শ্রী মন্ডল সম্পকে দুই জা। ভোটের প্রচার নিয়ে ব্যাস্ত এই দুই জা ,ঘরের কাজ সামলে এবার রাজনীতির ময়দানে ,দুইজনেই আশাবাদী ভোট নিয়ে ,কেও এক চুলও জায়গা ছাড়তে নারাজ। গীতা দেবী বলেন এলাকাবাসী তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন ,তিনি ভোট জিতে সাধারণ মানুষ ও এলাকার যে সমস্ত কাজ হয়নি সেই সব কিছু করবেন ,অন্য দিকে তৃণমূল প্রার্থী জয়শ্রী মন্ডল ও নিশ্চিত এলাকায় মানুষ তাকে ভোট দেবে ,যদিও এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে এলাকায় , এক এলাকাবাসী জানান ,তাদের সাথে দুই জা এর সম্পর্ক ভালো ,তবে তারা কাকে চাই সেটা সময় বলবে ।

নির্বাচনী ফ্লেক্স ও দলীয় পতাকা ছিড়ে ফেলা'কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছরালো আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লক বিবেকানন্দ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব সংঘ কালীবাড়ি এলাকায়

আলিপুরদয়ার ঃ সোমবার দুপুর নাগাদ ফের নির্বাচনী ফ্লেক্স ও দলীয় পতাকা ছিড়ে ফেলা'কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছরালো আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লক বিবেকানন্দ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব সংঘ কালীবাড়ি এলাকায়। জানাগেছে এদিন সকালে জংশন কালীবাড়ি এলাকায় ১২১৩৫ ও ১২১৩৬ নম্বর বুথ এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীদের প্রচারে ফ্লেক্স ও পতাকা ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তা ও নালায় দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, গতকাল গভীর রাতে এই ফ্লেক্স ও পতাকা ছেঁড়া হয়েছে। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দুই দলের প্রার্থী ও নেতারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১২১৩৫ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী নন্দিনী বর্মন বলেন, আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার শুরু করেছি। গতকাল থেকে এই এলাকায় প্রচার করছি। তাতেই শাসক দল ভয় পেয়েছে। হয়তো তাঁরা বুঝেগেছে নির্বাচনে আমাদের জয় নিশ্চিত, সেই কারণে আমাদের দলের সমস্ত পতাকা খুলে নিয়ে গেছে এবং প্রচুর্ণফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। এই বিষয়ে ১২১৩৬ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী রানু চৌহান অভিযোগ করে বলেন, গতকালই আমরা এই এলাকায় ফ্লেক্স ও পতাকা গুলো লাগিয়েছিলাম। তৃণমূলের প্রার্থীরা হেরেজাওয়ার ভয়ে এইভাবে আমাদের দমন করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে এলাকার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় রবিদাস বলেন, গতকাল রাতে আমাদেরও একটি ফ্লেক্স ছেঁড়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে কোনো সমস্যা নেই। দিনভর প্রচার শেষে আমরা একই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দি।

নিজের আসনে ভোট প্রচারে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রীর ভাই তথা তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জম্বু রহমান

মালদা ঃ নিজের আসনে ভোট প্রচারে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রীর ভাই তথা তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জম্বু রহমান । তিনি মালদা জেলা পরিষদের ১৬ নম্বর আসন থেকে জেলা পরিষদের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদিন জম্বুবাবু নিজের সমর্থনে তার আসনের দৌলত নগর অঞ্চল ও ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার চালায়। প্রায় শতাধিক কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেছিল। তেলচান্যা সুইচগেট থেকে প্রচার শুরু হয়। এরপর ভাকুরিয়া রশিদপুর মিয়াহাটসহ একাধিক অঞ্চলের তিনি প্রচার চালান। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রার্থী জম্বু রহমান জানান মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় দুহাত তুলে রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। মানুষ যার জন্য একের পর এক সুবিধা ভোগ করছে। আমরা আশাবাদী দুহাত তুলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। এলাকায় এলাকায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত গঠন হবে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে দেখানো হল কালো পতাকা

শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে দেখানো হল কালো পতাকা।পাশাপাশি স্লোগান তুললেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে উপাচার্যের ঘরে যান রাজ্যপাল।সেসময় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং চলাকালীন উপাচার্যের সঙ্গে প্রায় ঘন্টাখানেক কথা বলেন রাজ্যপাল।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল জানান, রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন কয় দফায় হবে তার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিযোগে করা হয়েছে।পাশাপাশি উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে আগামীদিনে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় প্রতীক জোড়া ঘাস ফুলের অভিনব প্রচার

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৮ নম্বর আসনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় প্রতীক জোড়া ঘাস ফুলের অভিনব প্রচার লক্ষ্য করা গেল। এই আসনে মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর ভাই তথা গোয়ালপোখরের ব্লক তৃনমূল সভাপতি গোলাম রসুল ওরফে মুনিদা তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। গোলাম রসুল বিগত টার্মে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মধাখ্য ছিলেন। গোলাম রসুলের সমর্থনে এবার তৃণমুলের জোড়া ঘাস ফুল প্রতীক বিশিষ্ট শাড়ি পড়ে অভিনব প্রচারে মহিলাদের দেখা গেল। প্রচারে যাওয়া মহিলা তৃনমূল কর্মীরা জানিয়েছেন, মূখ্যমন্ত্রী দিদি মহিলাদের জন্য প্রচুর সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। আজকে তাই দিদির প্রয়োজেনে এলাকার মহিলাদের নিয়ে তৃনমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করতে গ্রামে গ্রামে মহিলারা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। মহিলাদের উৎসাহিত করতে এগিয়ে এসে দিদির বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরলেন ৮ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের তৃনমূল প্রার্থী গোলাম রসুল।

খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত কিলাঘাটা এলাকায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি। খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত কিলাঘাটা এলাকায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য । মৃত মহিলার নাম পুস্প মুন্ডা (৪২)লক্ষী জোতের বাসিন্দা জানা গিয়েছে , স্থানীয় মাঠে গরু নড়াতে এসে মৃতদেহ দেখতে পান ।পরে খবর চাওর হতে এলাকায় ভিড় জমান স্থানীয়রা । মৃতের স্বামি দুলাল মুন্ডা , বলেন তার স্ত্রী পুস্পা দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন আজ এলাকায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হলো । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অপহরণের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ির চালককে গ্রেফতার করলো পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং এর অপহরণের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য মেট্রোপলিটন পুলিশের।অপহরণের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ির চালককে গ্রেফতার করলো পুলিশ।ধৃতের নাম জাবেদ শেখ(২৬)।ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা।ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাত অবধি এসওজি ও ডিডি এবং প্রধাননগর থানার একটি টিম শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাবেদ শেখকে গ্রেফতার করে।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।অপহরণের মূল উদ্দেশ্য শীঘ্রই সামনে আসবে।

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসিপি শুভেন্দ্র কুমারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রভাকর সিং অপহরণ মামলায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটিও উদ্ধার করা হয়েছে।বর্তমানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

লাসের পাহাড় মর্গে, দুর্গন্ধ ,চরম হয়রানির শিকার মৃতদের পরিবারের সদস্যরা

জলপাইগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর কালেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের কাজ, বন্ধ করে দিলো চিকিৎসকেরা। লাসের পাহাড় মর্গে, দুর্গন্ধ ,চরম হয়রানির শিকার মৃতদের পরিবারের সদস্যরা। বেশ কয়েক মাস ধরেই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তপক্ষ নিয়ম মাফিক জেলা পুলিশ এবং পুরপ্রসানের কাছে আবেদন করে জানিয়ে ছিলো দ্রুত মর্গে থাকা বেওয়ারিশ লাশ গুলোর সদগতি করার ব্যাবস্থা গ্রহণেজন্য। এদিকে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং মৃতদেহ গুলোতে পচন ধরায় তিব্র দুর্গন্ধের পরিবেশ তৈরি হয় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল লাগোয়া পুলিশ মর্গে। সোমবার জেলার বিভিন্ন থানা থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার মৃতদেহ গুলো ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ মর্গে পাঠালেও বিকেল তিনটে পর্জন্ত কোনো মৃতদেহের ময়নাতদন্তের কাজ করতে আসেন নি এই কাজে নিযুক্ত কোনো চিকিৎসক। মর্গে বাইরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারত কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানের বাসিন্ধা সুরেশ লাকরা বলেন, আমাদের যে মৃতদেহ সেটি এমনিতেই অনেক দিন বাদে পাওয়া যায়, তার পর আজ ডাক্তার বাবুরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক ভাস্কর ভট্টাচার্য টেলিফোন জানান, ২০১৮ সাল থেকে মৃতদেহ মর্গে পরে আছে ডিসপোজাল হয়নি, বহু বার এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি, মর্গে দুর্গন্ধ এবং মানব শরীরে জন্ম নেওয়া ম্যাগোট পোকা ভোরে গিয়েছে, এমন পরিবেশে ময়না তদন্তের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলাম আমার।

শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে করে স্পেকট্যাকল কোবরা তেল , হরিণের চামড়া ও হরিণের সিং বাজেয়াপ্ত করল র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্স দার্জিলিং ওয়াইল্ড লাইফের ১ নং শাখা। গ্রেফতার দুই ব্যাক্তি

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে করে স্পেকট্যাকল কোবরা তেল , হরিণের চামড়া ও হরিণের সিং বাজেয়াপ্ত করল র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্স দার্জিলিং ওয়াইল্ড লাইফের ১ নং শাখা । গ্রেফতার দুই ব্যাক্তি। সিকান্দার কুমার বয়স ৩৬ এবং সঞ্জু বৈধ বয়স ৪৫ ।জানা গিয়েছে, সিকান্দারের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের খলিলাবাদ এলাকায় এবং সঞ্জু বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা । উল্লেখ্য, ওই দুই ব্যক্তির উপর অনেকদিন ধরেই নজর ছিল তাদের। এদিন গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তেই র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্সএর হতে ধরা পড়ে যায় ওই দুই পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৫০ মিলি লিটার স্পেকট্যাকল কোবরা তেল, ৪ টুকরো হরিণের চামড়া, এবং তিন টুকরো হরিণের শিং। ধৃত দুজনকেই শিলিগুড়ির মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্স এর রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি জানিয়েছেন, শিলিগুড়িতে পাচারকারীদের দৌরাত্ম দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের আটকাতে আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করছি। প্রতিনিয়ত নজরদারি চলছে। আজ সাপের তেল হরিণের চামড়া এবং তিন টুকরো হরিণের শিং সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে সচেতনতামূলক পদযাত্রা করল শিলিগুড়ির মহিলা থানা

শিলিগুড়ি ঃ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে সচেতনতামূলক পদযাত্রা করল শিলিগুড়ির মহিলা থানা।এই পথযাত্রায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিল গুরুকুল,শক্তি বাহিনী,সিনি সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি।আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে গোটা দেশি দিনটিকে সচেতনতার মধ্যে দিয়ে পালন করা হচ্ছে।সোমবার বিকেলে একইভাবে শিলিগুড়িতেও দিনটিকে পালন করল শিলিগুড়ির মহিলা থানা।এদিন মহিলা থানার আইসি মুমতাজ বেগমের নেতৃত্বে এই পদযাত্রাটি শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির হিলকার্ড রোড পরিক্রমা করে।এই পথযাত্রা থেকে শহরের মানুষকে মাদক বিরোধী বিষয় নিয়ে সচেতন করা হয়।

ঘটনার সত্যতা জানতে জেলায় জেলায় যাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

দার্জিলিং ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি। সেই ঘটনায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে ও ঘটনার সত্যতা জানতে জেলায় জেলায় যাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার দার্জিলিং জেলা সফরে এসে এমনটাই জানালেন তিনি। এদিন দুপুরে স্টেট গেস্ট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যপাল। যেখানে তিনি জানান, বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত মানুষ ও পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তিনি যাবেন। পাশাপাশি তিনি জানান বিভিন্ন ঘটনায় রিপোর্ট পাওয়ার পর তিনি দেখেছেন যে সেখানে সেই রিপোর্টগুলি ফিল্টার করা। আসল ঘটনা অনেক সময় থাকেনা। সেকারণে আসল ঘটনা জানার জন্যই তিনি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। আসল ঘটনা জানলে সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ আরও বেশকিছু জেলায় যাবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মহারাষ্ট্রে বাসে আগুন, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত ২৫

পুণে ঃ নাগপুর থেকে পুণে যাচ্ছিল বাসটি। শনিবার ভোররাতে দুর্ঘটনা হয়। বাসে আগুন লাগে। ২৫জন যাত্রীর মৃত্যু হয়।

বুলধানাতে বাসটি প্রথমে রাস্তার ধারে একটি থামে আঘাত করে। তারপর তা ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এর ফলে চেসিস থেকে অক্সেল খুলে বেরিয়ে আসে। ডিজেলের ট্যাংক ফুটো হয়ে যায়। বাসটি বাঁদিকে উল্টে যায়। তারপরই বাসে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ জন যাত্রী পুড়ে মারা যান। চালকসহ আটজন বাইরে আসতে পেরেছেন। তারা প্রাণে বেঁচে গেছেন। তবে সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার মৃত ২৪জনের অন্ত্যেষ্টি একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। একজনের দেহ চেনা যাচ্ছিল বলে তা আত্মীয়দের হাতে তুলে দেয়া হয়। নাগপুর থেকে বাসে উঠেছিলেন যোগেশ গাওয়াই। তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর তিনি একটা জানালার কাচ ভাঙেন। তারপর কোনোমতে বের হন। তিনি একজনকে বাঁচান। তারপর আগুন এতটাই ছড়িয়ে যায় যে, আর কিছু করার ছিল না। মিনিট ১০-১৫র মধ্যে পুলিশ ও দমকল আসে। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

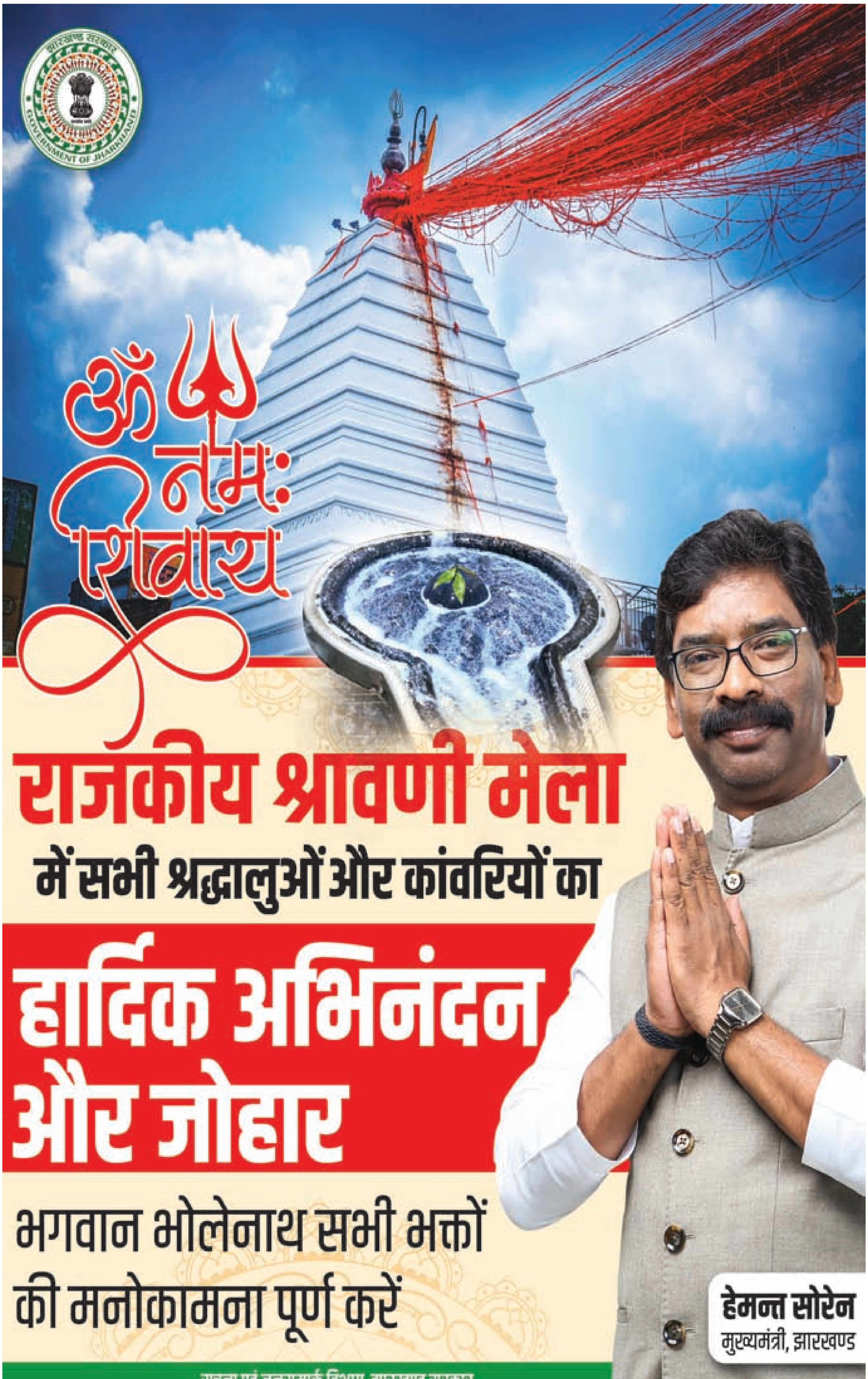

বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণ কমেছে

ঢাকা ঃ বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার কমেছে। এটি চলতি বছরের প্রথম তিন মাসের চিত্র। অনুকূল নয় এমনসব শর্তের কারণে এই খাতে বিদেশি ঋণ কমেছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক শীর্ষ অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, ''এর ফলে বেসরকারি খাতের জন্য অর্থায়নের সুযোগ খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে।'' বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গত মার্চে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। তিন মাস আগে এটি ছিল ২৪ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। পশ্চিমের দেশগুলোয় কম সুদের হারের কারণে বেসরকারি খাত বিদেশ থেকে আরও বেশি ঋণ নেওয়ার কথা ভাবছিল। ২০২১ সালে তাদের বৈদেশিক ঋণ বাড়তে শুরু করে। তখন বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মহামারির কারণে সৃষ্ট মন্দা থেকে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে সুদের হার কমিয়ে দেয়। ২০২০ সালের শেষে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। পরের দেড় বছরে এটি ২৫ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে। ২০২২ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বিদেশি ঋণ কমতে শুরু করে। কারণ, বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে বেসরকারি খাত আরেকটি সমস্যায় পড়ে। ডলারের মজুদ ধরে রাখতে সরকার দেশের বাইরে ডলারে পাঠানো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় অনেক এলসি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। জাহিদ হোসেন দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, এর ফলে বিদেশে আমাদের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে বৈশ্বিক রেটিং এজেন্সি মুডিজ বাংলাদেশের আর্থিক খাতের রেটিং কমিয়ে দেয়। এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, এর ফলে বেসরকারি খাতের জন্য অর্থায়নের সুযোগ খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে বিদেশে সুদের হার অনেক বেড়েছে। মুডিজের ডাউনগ্রেড ও দেশের সুনামহানির কারণে বাংলাদেশি ঋণগ্রহীতাদের জন্য সুদের হার আরও বেশি হয়েছে। টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়নের পাশাপাশি বিদেশি ঋণ দেশের বেসরকারি খাতের জন্য খুব বেশি সুবিধাজনক নাও হতে পারে। জাহিদ হোসেনের মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতের বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণের জন্য যে সুদের হারের সীমা নির্ধারণ করেছে তা আন্তর্জাতিক বাজারে চলমান হারের চেয়ে কম। গত মার্চের শেষে বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ ছিল ১৪ দশমিক এক বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এটি ছিল ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার। তবে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ২০৪ দশমিক ৯৭ মিলিয়ন ডলার বেড়ে দাঁড়ায় আট দশমিক এক বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ কমে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, রিজার্ভ ও টাকার বিনিময় হারের ওপর চাপ কমবে। জাহিদের মতে, ব্যালেন্স অব পেমেন্টের আর্থিক ও চলতি অ্যাকাউন্টে ঘাটতি আছে। যদি চলতি অ্যাকাউন্টে ঘাটতি থাকে, তবে তা আর্থিক অ্যাকাউন্টের উদ্বৃত্ত দিয়ে অর্থায়ন করা যেতে পারে। ফলে রিজার্ভ বা বৈদেশিক মুদ্রার ওপর কোনো চাপ থাকবে না। তিনি আরও যোগ করেন, যখনই আর্থিক ও চলতি অ্যাকাউন্টে ঘাটতি থাকবে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে তার রিজার্ভ ব্যবহার করতে হবে।

ঢাকায় আর্জেন্টিনার মার্তিনেজ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে এসেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। আমস্টারডাম থেকে সোমবার ভোরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন এই আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা। তবে ৩০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক ঢাকা সফরে প্রকাশ্যে কোথাও উপস্থিত হবেন না বলে জানিয়েছেন এ সফরের আযোজক শতদ্রু দত্ত। ঢাকায় ১১ ঘণ্টা অবস্থান করে এমিলিয়ানো রওনা হবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। সকালে ডিজিটাল ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নেক্সট ভেঞ্চারসের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের পর দুপুর ২টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করবেন এমিলিয়ানো। দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে আলাপকাপে এ সফরের আয়োজক শতদ্রু বলেছেন, ''ভ্রমণটি খুবই সংক্ষিপ্ত। নেক্সট ভেঞ্চারসের অফিসে একটি প্রোগ্রামে যোগ দেবেন তিনি এবং তারপর বিকেলে দেশ ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার অফিসে দেখা করতে যাবেন। কোনো জনসাধারণের উপস্থিতি থাকবে না।'' নেক্সট ভেঞ্চারস অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাহী সৈয়দ আবদুল্লাহ জায়েদ বলেন, এমি মার্তিনেজ কলকাতায় যাবেন এবং আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত তার সংক্ষিপ্ত সফরের কারণে ৩৮ ঘন্টার যাত্রায় এখানে কোন পাবলিক ইভেন্টে অংশ নিচ্ছেন না। অবশ্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের মতে, প্রোগ্রামে ফটোশুট এবং সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের মতো কার্যকলাপে অংশ নেবেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। যেখানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্ত্তজা সহ সীমিত সংখ্যক সেলিব্রেটি উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে তারা। এরপর বিকেলেই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে রওনা হবেন এমিলিয়ানো। যেখানে বিকাল ৪টা থেকে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এই গোলরক্ষক। প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এমিলিয়ানো। ফ্রান্সের বিপক্ষে ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের অন্তিম মুহূর্তে কোলো মুয়ানির একটি শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে আর্জেন্টিনাকে ম্যাচে রাখেন। এরপর টাইব্রেকারেও রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

দনেৎস্কে রুশ ও ইউক্রেনের সেনার তীব্র লড়াই

কিয়েভ ঃ দনেৎস্ক ও লুহানস্কের দখল নিয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার সেনার তীব্র লড়াই চলছে। কিয়েভের দাবি, তারা কিছুটা এগোতে পেরেছে। দনেৎস্ক ও লুহানস্কে ইউক্রেনের বাহিনী এখন পাল্টা আক্রমণে গেছে। এর ফলেই রুশ সেনার সঙ্গে তাদের তীব্র লড়াই হচ্ছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনে এখন প্রবল সংঘর্ষ চলছে। রাশিয়া কিছু জায়গায় এগোনের চেষ্টা করছে। তারা কিছুটা এগিয়েছে। আর বাখমুতে এগোনের ক্ষোত্রে আংশিক সাফল্য পেয়েছে ইউক্রেনের বাহিনী। ক্র্যামাতোর্স্কের রেস্তোরাঁয় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল। তাতে আহত হয়েছিলেন ইউক্রেনের লেখিকা ভিক্টোরিয়া অ্যামেলিনা। নিপ্রোর হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন। লেখার জন্য তিনি বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন।

সম্পাদকীয়

ফ্রান্সে পাঁচদিন ধরে দাঙ্গাকারীদের তাণ্ডব

পুলিশের গুলিতে কিশোরের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে পরপর পাঁচদিন ধরে দাঙ্গাকারীদের তাণ্ডব। ভাঙা হচ্ছে দোকান। জিনিস লুট। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিবাদ ও বিশৃঙ্খলা। গাড়ি ও বাস পোড়ানো হচ্ছে। প্রচুর দোকান ভাঙা হয়েছে। প্যারিসসহ শহরগুলোয় শান্তি বজায় রাখতে ৪৫ হাজার পুলিশ কর্মীকে নামানো হয়েছে। প্যারিসের বাইরেই দক্ষিণপন্থি মেয়রের বাড়ি আক্রমণ করে দাঙ্গাকারী জনতা। গাড়ি ভাঙা হয়। বাড়িতে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়। মেয়র তখন বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু স্ত্রী-সন্তানরা ছিলেন। মেয়রের স্ত্রীর পা ভেঙেছে। এই অবস্থায় মৃত কিশোর সাহেলের নানি বা দিদিমা নাদিয়া বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ''অবিলম্বে এই সহিংসতা বন্ধ হোক।'' দাঙ্গাকারীদের তিনি বলেছেন, ''কোনো গাড়ি, বাড়ি, স্কুল তো আপনাদের কোনো ক্ষতি করেনি। মনে রাখবেন, ওই বাসে করেই মায়েরা স্কুলে যান।'' নাদিয়া বলেছেন, নাতির হত্যায় তিনি ও তার মেয়ে বিপর্যস্ত। কিন্তু বিচারবিভাগের উপর তার আস্থা আছে। তিনি ন্যায় পাবেন। প্যারিসে শান্তিরক্ষার জন্য সাত হাজার পুলিশ নামানো হয়েছে। বিশেষ করে শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রহরা বাড়ানো হয়েছে। কারণ, সামাজিক মাধ্যমে বিক্ষোভকরীরা তাদের প্রতিবাদকে শহরের মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছে। শনিবার পর্যন্ত সংঘর্ষে দুইশর বেশি পুলিশ অফিসার আহত হয়েছেন। শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাতশর বেশি মানুষকে। তাদের বয়স ১৭ বছর বা তার কাছাকাছি। রোববার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত প্যারিসের উপর ড্রোন দিয়ে নজরদারি করেছে পুলিশ। দাঙ্গাকারীদের চিহ্নিত করার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে রোববার সন্ধ্যাবেলা প্যারিস তুলনামূলতভাবে শান্ত ছিল। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ রোরবার মন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। তিনি এবার মন্ত্রী, মেয়র ও পার্লামেন্টের দুই সভার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বঠক করতে পারেন। মাক্রোঁর জার্মানি সফর করার কথা ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের এই পরিস্থিতির কারণে তিনি সফর পিছিয়ে দিয়েছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর শলৎসও জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

জানা অজানা

ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের বৈঠক সম্পন্ন

দুর্গাপূজার সময় ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যা প্রকাশিত হবে

১৫ অক্টোবরে হবে উন্মোচন

প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে হবে সাহিত্যিক গোষ্ঠী

হাতাঃ বিগত ২রা জুলাই ২০২৩ বিকেল চার টার সময় মাতাজী আশ্রম হাতাতে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের একটি মহত্ব পূর্ণ বৈঠক হলো যে বৈঠক টির সভাপতিত্ব করলেন পরিষদের সভাপতি ভবতারণ মণ্ডল। বৈঠকে পরিষদের সদস্য ছাড়াও কবি,লেখক ও সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমীরা ভাগ নিলেন। বৈঠকের পূর্বে পরিষদের সেক্রেটারি শঙ্কর চন্দ্র গোপ সবাই কে স্বাগত জানালেন। বৈঠকে বিগত ২০২২ এর ঝাড়খন্ড প্রভার আয় ও ব্যয় দেখানো হলো।তারপর সর্ব সম্মতি তে ২০২৩ এ ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যা প্রকাশ করার নির্ণয় নেওয়া হলো।পত্রিকার জন্য ১৫ আগস্ট ২০২৩ পর্য্যন্ত লেখা জমা করার তিথি নির্ধারণ করা হলো।মৌলিক রচনা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও অন্য ভাষায় কবি ও লেখকেরা জমা করতে পারেন তবে প্রকাশ করার দায়িত্ব সম্পাদক মণ্ডলির থাকবে।আগামী ১৫ ই অক্টোবর পত্রিকা টি উন্মোচিত হবে।এ ছাড়াও বৈঠকে প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে বিভিন্ন জায়গায় সাহিত্যিক গোষ্ঠী করার ও নির্ণয় নেওয়া হলো এতে সৃজনী ক্ষমতা লেখকদের বাড়বে। বৈঠকের শেষে ভবতারণ মণ্ডল সবাই কে ধন্যবাদ দিলেন।বৈঠক টির সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।বৈঠকে সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,ভবতারণ মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত, অমল কুমার দাস,হেম চন্দ্র পাত্র,মিঠুন সাহু,সুদীপ কুমার মুখার্জি,আনন্দ সাহু,সহদেব মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,নারায়ণ চ্যাটার্জি,জয় হরি সিং মুন্ডা, উজ্বল মণ্ডল,সুধাংশু শেখর মিশ্র,কৃষ্ণ গোপ,কৃষ্ণপদ মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলাভাষার এক একনিষ্ঠ সাধক

কাঞ্চন বসু
প্রাবন্ধিক

বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণবন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭'র ২৩জুন জন্মেছিলেন।মাতৃভাষার স্বাদান্বেষণে হরিচরণবন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর 'বঙ্গীয়শব্দকোষ' হল 'জিন'(আশ্চর্যপ্রদীপের), যা চাইবে তাই পাবে যত সহজে এই কথাটা বলা হল, ততটা সহজ ছিল না বাংলা ভাষার এই অমূল্য রত্নটি আবিষ্কার করা।শব্দ কারিগর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিষ্ঠায় বাংলা ভাষার এই শব্দকোষ গড়ে তুলতে ব্যয় করেছিলেন তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়, প্রায় ৪০ বছর! তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দু'টো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা। - অভিধান সংকলনের পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এমনটাই বলতে শোনা যেত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।বাংলা শব্দ ও শব্দার্থ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহের দিকটি প্রথমে ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখেই।হরিচরণ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের পতিসরের জমিদারির সেরেস্তা।সেখানেই জমিদারির কাজকর্ম দেখভাল করতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন সংস্কৃতজ্ঞ হরিচরণকে।দিনের বেলায় সেরেস্তার কাজ সেরে সন্ধ্যের পর তিনি সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরা এসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন।জহুরির চোখ চিনে নিয়েছিল আসল রত্ন।এর কদিন পরেই শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে চিঠি লিখে পতিসর থেকে হরিচরণ কে ডেকে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার সাথে সাথে অর্পণ করেছিলেন বাংলাভাষায় একটি অভিধান প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব।সূচনা হয়েছিল বাংলা অভিধানের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। বঙ্গীয় শব্দকোষ নামের এই বিপুল শব্দ ভাণ্ডারের পেছনে হরিচরণ ব্যয় করেছিলেন তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর।নতুন শব্দ সংকলন ছাড়া আর কোনোদিকেই দৃষ্টি দেননি।হারিয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তিও।বঙ্গীয় শব্দকোষ বাংলাভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান হলেও এর পেছনের কাহিনি অনেকেরই অজানা।

হরিচরণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৭ সালের ২৩ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনার যশাইকাটিতে মায়ের পৈতৃক ভিটেতে।বাবা নিবারণ চন্দ্র।মা জগত্মোহিনী দেবী।আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হরিচণ কখনোই ছিলেন না।দারিদ্রের সাথে যুঝেই তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গোটা জীবন।প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন জন্মস্থান যশাইকাটিতেই।এরপর কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা করা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন।কিন্তু বিএ তৃতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই বাবার মৃত্যু ও আর্থিক অনটনে তাঁকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়।কলকাতা টাউন স্কুলে তিনি প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন।কিন্তু পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে তিনি বেশি মাইনেতে পতিসরের কাছারিতে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ নেন।পতিসর তখন ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্গত।সেই সূত্রেই হরিচরণের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়।একদিন জমিদারির কাজকর্ম দেখতে এসে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন হরিচরণ দিনে সেরেস্তার কাজ করলেও সন্ধের পর থেকে তিনি ব্যস্ত থাকতেন সংস্কৃত আলোচনা, বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এসব কাজে।সেইসব পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ করেই হরিচরণকে চিনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।কাজ সেরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ফিরে গেলেও হরিচরণকে ভোলেননি তিনি।কিছুদিন পরই পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁর লেখা একটি চিঠি এল, তাতে লেখাছিল শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।চিঠি পেয়ে হরিচরণ পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে।সেখানে তিনি সংস্কৃতে শিক্ষকতার দায়িত্ব পেলেন।শান্তিনিকেতনে প্রায় তিন বছর শিক্ষকতার পর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনার দায়িত্ব দেন।নিবিষ্ট চিত্তে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনার কাজ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় (আনুমানিক১৩১১বঙ্গাব্দে) রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি আরও একটি কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ডেকে বললেন, বাংলা ভাষায় তো তেমন কোনো অভিধান নেই।তোমাকে একটা অভিধান লিখতে হবে।কবিগুরুর আদেশ পেয়ে তিনি প্রথমে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনার কাজ শেষ করেন এরপর শুরু করেন অভিধান সংকলনের কাজ।গ্রন্থের সূচনা লগ্নে সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অভিজ্ঞ আভিধানিকেরই সাহায্য পাননি।কোন পথ প্রদর্শক না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি এই বিশাল শব্দকোষ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন ঃ

তখন অভিধানরচনার অনুরূপ উপকরণ সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসানে নানা বাঙলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম।আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল।এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্যপদ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম।তদ্ভিন্ন সেইসময়ে প্রকাশিত বাঙলা ভাষার অভিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমুহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত শব্দসংগ্রহ হইতে অনেক শব্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণ হইতেও অনেক বাঙলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভবশব্দও কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।ইহাতে আমার প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়।১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র আমার শব্দসংগ্রহের সমাপ্তির দিন।

এভাবে প্রথম দফায় শব্দ সংগ্রহের পর তিনি শুরু করলেন শব্দ সাজানোর কাজ।১৩১৭ বঙ্গাব্দে গিয়ে সেই সাজানো শেষ হলো।এরপর চলল বাংলার সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের সংযোজন, সেগুলোর বুৎপত্তি, সত্যিকারের প্রয়োগ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইত্যাদি ও লিপিবদ্ধ করার কাজ।হরিচরণেরভাষায় ইহাই প্রকৃত শব্দসংগ্রহের শুরু।রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মনিষ্ঠা দেখে খুশি হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লেখেন, এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।কিন্তু কাজের এই পর্যায়ে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁকে অভিধানের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর চাকরি নিতে হয়েছিল।তবে তাঁর মন পড়ে রয়েছিল ফেলে আসা অসমাপ্ত অভিধানের কাজে।এভাবে চলতে চলতে মনোকষ্ট সইতে না পেরে একদিন সবকথা খুলে বললেন রবীন্দ্রনাথকে।কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে হরিচরণকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন।বৃত্তি পেয়ে হরিচরণ ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং অভাবনীয় পরিশ্রম করে ১১ মাঘ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অভিধান সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেন।এই সময়ের মধ্যে হরিচরণ বাংলা শব্দ ও অর্থের খোঁজে যতরকম দেশীবিদেশী ভাষার সংস্পর্শে বাংলা এসেছে, সব ছেনে ফেলেছেন। সংস্কৃতের সাথে আরবি, ইংরেজি, ফারসী, হিন্দি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা খুঁজে ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে বের করে, ক্রমানুসারে সেগুলোও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও একথার সত্যতা মেলে।তিনি যখনই হরিচরণের বাড়ি যেতেন, তখনই দেখতেন তক্তপোষের উপর স্তূপ করে রাখা উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মারাঠি সহ বিভিন্ন ভাষার অভিধান ছড়ানো রয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নিয়ে হরিচরণের কাজের একাগ্রতা সেটা বোঝা যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সুরঞ্জন ঘোষের একটি লেখার বক্তব্যটি থেকে প্রতিদিন সান্ধ্য আহ্নিক সেরে লন্ঠনের আলোয় কুযরো ধারে খড়ের চালাঘরে পশ্চিম জানলার কাছে হরিবাবু কাজ করতেন।দ্বিজেন ঠাকুর তো ছড়াই বেঁধে ফেলেছিলেন, কোথা গো মেরে রয়েছ তলে হরিচরণ, কোন গরতে? বুঝেছি, শব্দঅবধিজলে মুঠাচ্ছ খুব অরথে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল এই অভিধানটি বিশ্বভারতী থেকেই প্রকাশিত হোক।তাই তিনি এই অভিধানটি প্রকাশনার দায়িত্ব দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে।কিন্তু বিশ্বভারতীর কোষাগারে তখন যথেষ্ট অর্থ ছিলনা।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগাযোগ করেও কোনো আশার আলো দেখা গেলনা।প্রায় দশবছর পড়েয়রইল বঙ্গীয় শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি।এসময় হরিচরণ দ্বিতীয়বার শব্দসংগ্রহ ও সংযোজন করে অভিধানটি সংস্কার করেন।দীর্ঘ দশবছর প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা পাণ্ডুলিপিটি অবশেষে আলোর মুখ দেখে। 'বিশ্বকোষ'-এর নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানটি প্রকাশে সম্মত হলেন। জানালেন, কাগজের দামটা এখনই দিতে হবে, ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। হরিচরণ তাতেই রাজি হলেন। সারা জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ১৩৪০ সাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই অভিধানের ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৩ বছর ধরে প্রকাশিত হয় মোট ১০৫টি খণ্ড। বিশ্বভারতী কোনো কমিশন ছাড়াই অভিধান বিক্রির ব্যবস্থা করে।হরিচরণের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে দু'খণ্ডে গোটা অভিধানটি প্রকাশ করে সাহিত্য অকাদেমি।

একে একে তেরো বছর ধরে মোট একশ'পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশ পায় 'বঙ্গীয়শব্দকোষ'।কাজের কিছু স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন।১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ সালে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন।১৯৫৭ সালে আচার্য (Chancellor) জওহরলাল নেহরুর হাত থেকে তিনি বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 'দেশিকোত্তম' গ্রহণ করেন।মহাত্মা গান্ধীও তার কাজের কথা জানতে পেরে প্রশংসা করেছিলেন। গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় হরিচরণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিল বার্টমারের সঙ্গে তুলনা করেন।

যাঁর নির্দেশে হরিচরণ এই সুবৃহৎ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রসঙ্গে লিখেছেন, শান্তিনিকেতনশিক্ষাভবনেরসংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বঃেদ্যাপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্তচিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন। (শান্তিনিকেতন, ৮আশ্বিন১৩৩৯)। রাজশেখর বসুও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সম্পর্কে লিখেছেন, কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বঃেদ্যাপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস করেন নাই। বঙ্গীয় শব্দকোষে প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতেতরশব্দ (তদ্ভব, দেশজ, বৈদেশিকপ্রভৃতি) প্রচুরআছে।কিন্তু সংকলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগে যোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন, সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অসংস্কৃত শব্দের উৎপত্তিৎ যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সমদর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যত বাঙলা সাহিত্যের প্রয়োজন সাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণত সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ও সহায়ক হইয়াছে।সংস্কৃত মৃত ভাষা কিন্তু গ্রিক , লাটিনের তুল্য মৃত নয়।ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই বিপুল সম্পৎ ভোগ করিবার সামর্থ্য ও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র ও ব্যঞ্জনাশক্তি থাকুক, বাঙলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়।কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব, বাঙলা অভিধানে যত বেশি সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রয়োগে দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থ বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্য ও সমৃদ্ধি লাভ করিবে। (৩ফেব্রুয়ারি১৯৩৪)।

বাংলাভাষার একটি অভিধান সংকলনে জীবনের চল্লিশটি বছর ও সমস্ত সঞ্চয় নির্দ্বিধায় এবং আনন্দ চিত্তে ব্যয় করে গেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সাধনার ফল 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' আর দু'টি চোখ।একটি ভাষার অভিধান প্রণয়নের মতো আয়াসসাধ্য কাজ একক প্রচেষ্টায় সম্পাদন করতে গিয়ে একসময় দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তাঁর। এই বিষয়ে হরিচরণের কোনও আক্ষেপ ছিলনা।পরবর্তীকালে প্রণীত বাংলা অভিধানগুলো হরিচরণের 'বঙ্গীয়শব্দকোষে'র কাছে গভীরভাবে ঋণী। আজকের ভাষা গবেষক, বাংলা শব্দানুসন্ধানী ও বাংলা ভাষা চর্চাকারী যে কোনও ব্যক্তির কাছে 'বঙ্গীয়শব্দকোষ'-এর আবেদন অনস্বীকার্য। তাই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজও বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসে ভাস্বর। ১৯৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলা ভাষায় নিবেদিত প্রাণ এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন।

সাময়িকী

মালি থেকে কেন শান্তিরক্ষীদের সরাতে হালো

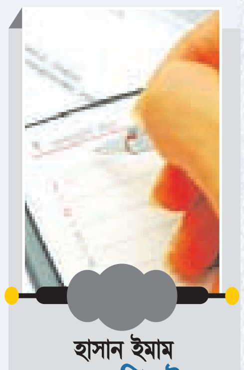

হাসান ইমাম
কলামিস্ট

শান্তি রক্ষা মিশন নিয়ে জাতিসংঘ ও মালির সামরিক জান্তার মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে টানাপোড়েন চলছিল। ২০২১ সালে মালি রাশিয়ার ভাগনার গ্রুপের সঙ্গে মিত্রতা করার পর থেকেই শান্তিরক্ষীদের ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছিল সরকার। গত শুক্রবার আফ্রিকার দেশ মালিতে শান্তি রক্ষা মিশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে জাতিসংঘ। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ২০১৩ সালে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম শুরু করে জাতিসংঘ। প্রায় ১০ বছর পর নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সেই কার্যক্রম সমাপ্তির ঘোষণা এল গত শুক্রবার। এই এক দশকে ৩০০ শান্তিরক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন।

গত বছর মালির নিয়ন্ত্রণ নেয় সামরিক নেতৃত্ব। এরপর দেশটি থেকে ফ্রান্স তার সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। মালি একসময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ইতিমধ্যে মালির সামরিক নেতৃত্ব দেশটিতে রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভাগনার গ্রুপের যোদ্ধাদের নিয়ে যায়। ভাগনারের এক হাজারের মতো যোদ্ধা রয়েছে মালিতে।

২০১৩ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা ও ইসলামের নাম করে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে হাত মেলায়। তারা প্রায় সাড়ে ১২ লাখ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট মালির উত্তরাঞ্চলের দখল নিয়ে নেয়। সেখানে তারা পৃথক এক দেশ গঠন করতে চেয়েছিল। এ অবস্থায় জাতিসংঘ দেশটিতে শান্তি রক্ষা মিশনের যাত্রা শুরু করে। এর আগেই দেশটির নানা গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঠেকাতে মালিতে পাঁচ হাজার সেনা পাঠিয়েছিল ফ্রান্স। অনেক বছর ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গিদের হুমকিতে রয়েছে মালি। তারা হাজারো মানুষকে হত্যা করে, তাদের কারণে লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মালিসহ আশপাশের বিস্তৃত এলাকায় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (বৃহত্তর সাহারা) ও আলকায়েদার অধিভুক্ত জামাত নুসরাত আলইসলাম ওয়ালমুসলিমিন বহুদিন ধরেই সক্রিয়। তারা একের পর এক হামলা চালিয়ে আসছে। প্রতিবেশী বুরকিনা ফাসোতে সক্রিয় রয়েছে আরেক জঙ্গিগোষ্ঠী, আনসারুল ইসলাম। আর প্রতিবেশী দেশগুলোতে তৎপর বোকো হারাম। শান্তিরক্ষী ও ফরাসি সেনাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও মালিতে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা বেড়েছে। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের পক্ষে দেশটির নাগরিকদের টানতে তৎপরতা জোরদার করেছে।

গত এক দশকে মালিতে জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন শতাধিক শান্তিরক্ষী। এই মিশন সবচেয়ে বেশি শান্তিরক্ষী প্রাণঘাতী মিশন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

দেশটিতে জাতিসংঘের এই মিশন নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে চীন ও রাশিয়া। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য ও সুইডেন তাদের কোনো সেনাকে মালিতে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। গত বছর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ তাঁর সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি ফরাসি সেনা প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন। ২০২১ সাল থেকে ক্ষমতা দখল করে থাকা সেনা নেতৃত্বের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। কেননা, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে যে পরিকল্পনার কথা তারা বলেছিল, তা বারবার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে নিরাপত্তা দিতে তারা ভাগনার গ্রুপকে ডেকে নিয়েছে। সম্প্রতি ভাগনার যোদ্ধারা রাশিয়ার সেনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে একপর্যায়ে সেটা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে ভাগনারপ্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বেলারুশে গেছেন। এ পটভূমিতে এটা অস্পষ্ট যে মালিতে ভাগনার সেনাদের উপস্থিতি আরও বাড়বে, নাকি যাঁরা আছেন, তাঁরাও ফিরে যাবেন। তবে মালির সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অস্থির হয়ে ওঠা মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের মানুষ হয়তো শান্তিরক্ষীদের অভাব অনুভব করবে। এরই মধ্যে সেনাশাসকের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে তারা। শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতি অন্তত চুক্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। শান্তিরক্ষীদের চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ হয়তো আবারও কার্যত জঙ্গি বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। মালি জাতিসংঘকে বলেছিল, সব শান্তিরক্ষীকে মালি ছেড়ে যেতে হবে। মালিতে শান্তিরক্ষীদের অবস্থানের মেয়াদ চলতি বছরের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। এর আগে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আরও এক বছরের জন্য শান্তিরক্ষীদের মালিতে থাকার বিষয়টি সুপারিশ করেছিলেন।

পাঠকের চিঠি

আসুন, মোবাইল ছেড়ে একটু সংবাদপত্র পড়ি

প্রাত্যহিক সকালে উষ্ণ এক কাপ চা আর সাথে হাতে একখানি পত্রিকা যেন দিনের শুরু । চলমানতাই জীবনের ধর্ম। দেশ বা রাজ্যে,কখনো বা দেশের বাইরে নিত্যদিনে ঘটে চলেছে হাজারো ঘটনা। বৈচিত্র্যের প্রতি স্বাদ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। আর সেই বিচিত্র ঘটনার সম্ভার নিয়ে আজ যেন পত্রিকা হয়ে উঠেছে নিত্য দিনের সঙ্গী। নিত্যদিনে নিউজ আপডেট ও সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন পত্রিকা। শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র একদিকে যেমন জনমত গঠন করে অন্যদিকে অজানা জগতের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটিয়ে দেয়। কতই না বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয় এই সংবাদপত্র। নতুন খবর ও নতুন দিশার পথে পত্রিকার অবদান সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজও একজন নিয়মিত পাঠক হয়ে সকাল হলেই আগ্রহে থাকি পত্রিকার জন্যে। আর এই সংবাদপত্র পাঠের অভ্যেস গড়ে উঠুক এ প্রজন্মের মাঝে। সংবাদপত্র পাঠে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে এক সুস্থ মনের পরিচয় বহন করে। **শংকর সাহা, দঃ দিনাজপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

দেশের আত্মা গ্রামে, গ্রামের উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন ঃ ডাঃ অমর কুমার চৌধুরী

বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধীনে আধুনিক ভারত গড়তে গ্রামীণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার নিমডিহ ব্লকে অবস্থিত নারায়ণ আইটিআই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লুপুংডিহ ক্যাম্পাসে পেশাদার শিক্ষার অধীনে আধুনিক ভারত গড়তে গ্রামীণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার অমর কুমার চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে, রেজিস্ট্রার ডঃ অমর কুমার চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে ঝাড়খন্ড রাজ্য সম্পদ এবং শিক্ষার অভাবের কারণে খনিজ সমৃদ্ধ, তবুও ঝাড়খণ্ডের এক চতুর্থাংশ মানুষ দরিদ্র। এর প্রধান কারণ হল কর্মী, শিক্ষা এবং সম্পদ। মানুষের মধ্যে মানবতা ও ত্যাগের বোধ থাকতে হবে। এনপিআইটিআই সভাপতি ডাঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন, গ্রামের পরিবেশে দক্ষতা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

গ্রামের যুবকদের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। সেমিনারে জামশেদপুরের সেফটি ম্যানেজমেন্ট বিমল ওঝা, নৌবাহিনীর কর্মী অজিত কুমার ঠাকুর, জিপ সদস্য অসিত সিং পাত্র, পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি ভোলানাথ সিং সর্দার, উপপ্রধান দুর্গা চরণ গোপ, গ্রাম প্রধান লক্ষ্মণ গোপ, টেঙ্গাডিহ পঞ্চায়েত প্রধান অর্জন সিং সর্দার, ফণী ভূষণ সর্দার, পঞ্চায়েত কমিটির শম্ভু নাথ সিং সর্দার, টেঙ্গাডিহ ওয়ার্ড সদস্য রবীন্দ্র মাহাতো, ওয়ার্ড সদস্য গোপাল কালিন্দী, বিশ দফা সভাপতি হরেকৃষ্ণ সিং সর্দার, পঞ্চায়েত সুপারভাইজার সহ সচিব প্রেম চাঁদ মার্ডি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্তোষ কুমার গোপ, অজিত কুমার মাহাতো, ভগীরথ মাহাতো, বনদস্যু। মাহাতো, লালমোহন মাহাতো, বলরাম মন্ডল, কালিপদ গোপ, ধরম গোপ, প্রশান্ত গোপ, বিদ্যাঘর গোপ, অরুণ গোপ, হারাঘন গোপ, সুনীল গোপ, মুকেশ গোপ, সুভাষ মাহতো, নির্মল মাহতো, উত্তম দাস, নুনি গোপাল দাস, ভাস্কর দাস, বিশ্বনাথ মন্ডল, হরিশ চন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্র নাথ মাহাতো, ভীম চন্দ্র মাহাতো, নবীন দাস, অখিল চন্দ্র মাহাতো, রঞ্জিত কুমার মাহাতো, ভুত নাথ সিং সর্দার, অনুপ মাহাতো, তরুণ মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুরু ছাড়া জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব নয় ঃ সুনীল কুমার দে

মাতাজী আশ্রমে গুরু পূর্ণিমা সহ ব্যাস জয়ন্তী পালিত হলো

পোটকা ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছর ও আজ তারিখ ৩ ই জুলাই ২০২৩ মাতাজী আশ্রম হাতাতে গুরু পূর্ণিমা সহ মহামুনি বেদ ব্যাসের জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সাথে পালিত হলো।এই উপলক্ষে অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সত্য নারায়ণ ও ঠাকুর,মা,স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি হলো।তারপর গুরু বন্দনা ও গুরু ভজন হলো।সুনীল কুমার দে এই অবসরে গুরু পূর্ণিমার বিশেষতা ও ব্যাসদেবের জীবনী সম্বন্ধ্যে বললেন।তিনি বললেন, গুরু ছাড়া কোনো প্রকারের জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব নয়।মহামুনি ব্যাসদেবের জন্মদিন কে গুরু পূর্ণিমা হিসাবে পালন করা হয়।ব্যাসদেব আমাদের অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তাই তাঁকে আদি গুরু মানা হয়।সুধাংশু শেখর মিশ্র গীতা পাঠ করলেন ও গুরু মহিমা বর্ণনা করলেন।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হলো।তারপর রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করা হলো।সবশেষে হরিনাম ও হরিলুট দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলো।অনুষ্ঠানের শেষে প্রসাদ বিতরন করা হলো।এই উপলক্ষে কৃষ্ণ পদ মণ্ডল, রাজকুমার সাহু,মোহিতোষ মণ্ডল, মোহিতোষ গোপ,বলরাম গোপ,রামকৃষ্ণ সরদার,সঞ্জয় সাহু,সহদেব মণ্ডল,ভানু রানা,সন্তোষ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,মনি পাল,স্বপন মণ্ডল,ভাস্কর দে,তপন মণ্ডল,যমুনা মণ্ডল,তপন দে,তরুণ দে,রবীন্দ্র নাথ দাস,প্রবীর মণ্ডল,শিলা পালিত,ইরা পালিত,পুষ্পা সরকার,ছবি রানী সরকার,ছবি রানী মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,চিনু মা,রিতা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,অমল বিশ্বাস ও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

৮ই জুলাই ট্রি স্টরিও পঞ্চায়েত নির্বাচন আর তাই সকাল দুপুর জোর কদমে চলছে ভোট প্রচারের কাজ

জলপাইগুড়ি ঃ ৮ই জুলাই ট্রি স্টরিও পঞ্চায়েত নির্বাচন আর তাই সকাল দুপুর জোর কদমে চলছে ভোট প্রচারের কাজ। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে নেই ভোট প্রচারেও । মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট না চেয়ে চাচ্ছেন তাদের আশীর্বাদ। এলাকার উন্নয়ন অনেকটাই হয়েছে তাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন এমনটাই তারা মনে করছেন। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭৩০ নম্বর বুথে সঞ্জিত কর্মকার এবং ১৭২৯ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শম্পা সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে ।তাই ভোট প্রচারে তারা তাদের নিজস্ব এলাকায় যাচ্ছেন মানুষের আশীর্বাদ চেতে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়নের কথা।

ডেফ সদস্যরা বিশ্ব যোগা দিবসের পালন

জলপাইগুড়ি ডেফ সদস্যরা বিশ্ব যোগা দিবসের পালন.জলপাইগুড়ি জেলা বধির ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে বিশ্ব যোগা দিবসের জন্য ডেফ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা বধির ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ যোগা শুরু হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যোগা প্রশিক্ষক ঐশিকা রায়, খচ্ছক্বগ্বক এর তরফে ঞ্জ্বজ্বটগ্লজ্বট বাগচী, খত্ত্বঙ্কক্কত্ত্ব সভাপতি শ্বাশ্বতী গুহ রায় সহ সকল সদস্যরা প্রমুখ। সহযোগী করে জলপাইগুড়ি jyma club

রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অধীন শিলিগুড়ি ব্লক ১ , ২ এবং ৩ কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অধীন শিলিগুড়ি ব্লক ১ , ২ এবং ৩ কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবরবিবার সকালে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর গেটে। দলীয় মহিলা কর্মী সমর্থকরা ওই শিবিরে রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। এদিনের ওই শিবিরে মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দত্ত সহ অন্যান্যরা।

ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ রাজগঞ্জে

জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ রাজগঞ্জে। পুলিশের সঙ্গে রুট মার্চে সামিল হলেন প্যারা মিলিটারি ফোর্সরে বন্দুকধারী জওয়ানেরা। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে গ্রামের রাস্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ দেখে অনেকটাই আশ্বস্ত বলে জানালেন এলাকার মানুষ।

রবিবার বিকেলে রাজগঞ্জের কুকুরজান অঞ্চলের কাঞ্চনসিড়ি এলাকায় এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রুট মার্চ সারা হল। সেই সঙ্গে রাজগঞ্জ পুলিশের কর্তারা ছিলেন। স্থানীয়রা বলছেন, রাজ্যে বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে করে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা প্রযোজন। এদিন রুট মার্চে যথারীতি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার। এলাকায় কোনওরকম রাজনৈতিক অশান্তির আভাস বা ভয়ের কারণ ঘটলে পুলিশে খবর দিতে বললেন তিনি। কাঞ্চনসিড়িতে রুট মার্চ সেরে রাজগঞ্জের শিকারপুর অঞ্চলে যাবেন কর্তারা। সেখানেও স্থানীয়দের অভয় দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করা হবে।

জলপাইগুড়ির ক্রান্তিতে মমতার সভাস্থল পরিদর্শনে এস জে ডি এ চেয়ারম্যান

জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট প্রচারে এসেছে তৃনমূল দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের ভান্ডানি ময়দানে এক নির্বাচনি সভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মঞ্চ তৈরির কাজ। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের কাজ খতিয়ে দেখেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন তৃনমূল বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী।এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামীকালের এই সভা একটি ঐতিহাসিক সভার রূপ নেবে, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির তৃনমূল নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হবেন এই সভায়।

তিস্তা নদীর চরে ফের বুনো হাতির দল

জলপাইগুড়ি ঃ তিস্তা নদীর চরে ফের বুনো হাতির দল।জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে এসেছে শতাধিক বুনো হাতি।সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধামালি, চাত্রারপাড় পেরিয়ে পাহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট চৌধুরিপাড়া এলাকায় ঢুকে পড়েছে হাতির দল। স্থানীয় বাসিন্দারা ভোরের দিকে বিশাল হাতির দলটিকে দেখতে পান। সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি শাবক হাতি।তিস্তার চর সংলগ্ন এলাকায় হাতির দল ঢুকে পড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। বুনো হাতিদের দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে যায় তিস্তা চর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। মানুষকে সাবধান করছেন তারা। জানা গেছে রবিবার গভীর রাতেই হাতির দলটি বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল থেকে তিস্তা পাড়ে চলে আসে। সোমবার সকাল থেকে তিস্তা নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা। দিনের আলো থাকায় তাদের জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়নি। এজন্য হাতির দলটির গতিবিধির ওপর সর্বক্ষণ নজর রেখে চলেছেন বনকর্মীরা। হাতির দলটি লোকালয়ে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন তারা। এদিকে সকাল থেকে হাতির দলকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।ভোরের দিকেই তারা খাবারের খোঁজে গ্রামে হানা দিয়েছিল বলে মনে করছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।বনকর্মীদের সন্দেহ বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতির দলটি তিস্তা নদীর চরে আশেপাশে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কিছু দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কিছু দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বাড়ি মালিকের অভিযোগ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয়েছি তার কারণে কেউ বা কারা এই কাজ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার নিজামপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগলপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে আসিফ ইকবাল নামে এক ব্যক্তি এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাড়িয়েছেন। রাতে প্রচার করে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি দেখতে পান ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। এরপর তরিঘরি ঘর থেকে বউ বাচ্চা কে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়ে দেন। এই ঘটনায় বাড়ির বেশির ভাগ জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল আসিফ ইকবাল সহ তার পরিবার। নির্দল প্রার্থী আসিফ ইকবালের অভিযোগ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সে কারণে কেউ বা কারা তার ঘরে আগুন লাগিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে সিঙ্গারা খেতে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়লেন পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়

জলপাইগুড়ি — ধূপগুড়ির চৌপথিতে মোরে দোকানে গরম গরম সিঙ্গারা দেখে গাড়ি থেকে নেমেই পরলেন সিঙ্গারা খেতে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয় আসতেই জনগন ও তার সমর্থকরা পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় সঙ্গে সেলফি তোলার হিড়িক।তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে আসেন নি বলে বাবুল সুপ্রিয় জানান। ধূপগুড়ির উপর দিয়ে যাওয়ার পথে বাবুল সুপ্রিয় ধূপগুড়ি চৌপতি এলাকায় সিঙ্গারা খেতেই দাঁড়িয়ে পড়েন বলে জানেন বাবুল সুপ্রিয়।

মীনাক্ষীর মহামিছিলে জনপ্লাবন দেখে উজ্জীবিত বাম শিবির

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি) – পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচারে রবিবার সকালে খয়রাশোল গোষ্ঠডাঙ্গালে সভা করেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি । মীনাক্ষী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল হাতে লাঠি নিয়ে পুলিশ নিয়ে আমাদের কাছে ভোট চাইতে এসেছিল গ্রামের মেহনতী মানুষ পরিবর্তনের আশায় ওদের ভোট দিল । ওরা ভোট নিয়ে পঞ্চায়েতে চুরি শুরু করে দিল । গোটা সমাজকে গুন্ডা করে দিচ্ছে তৃণমূল । বাড়ির ছেলেগুলো চাকরি করবে না লাঠি ডাং ধরে মারামারি করবে । ডাং'র জোরে যদি ভোট করতে চাই তাহলে ডাংই ধরতে হবে । পঞ্চায়েত ভোটের আগে মীনাক্ষীর মহামিছিলে জনপ্লাবন দেখে উজ্জীবিত লাল শিবির । প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম উপস্থিত ছিলেন ।

থালাবাটি কম্বল জেলখানা সম্বল মহম্মদবাজারে ঃ সুকান্ত মজুমদার

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি)– রবিবার বিকালে মহম্মদবাজার কালীতলা ময়দানে নির্বাচনী প্রচারে জনসভা করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ ড.সুকান্ত মজুমদার । সভায় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, নবজোয়ার যাত্রায় ভাইপো নতুন চোর খুঁজতে বেরিয়েছিল পুরানো চোরগুলো জেলে গিয়েছে । পঞ্চায়েতের জন্য রাজ্য সরকার তৈরি ছিল না । পার্থর সঙ্গে অর্পিতা ফ্রী – একটির সঙ্গে আরেকটি ফ্রী । মুখ্যমন্ত্রী বলেছে জলে জঙ্গলে বালিতে কালিতে যেখানে সুযোগ পাবে সেখানে কাটমানি খাবে আমি রক্ষা করবো । সাইথিয়াতে একের পর এক প্লট বিক্রি হচ্ছে যাচ্ছে । সাইথিয়ার বিধায়িকা একজন শিক্ষিকা হয়ে এতো সম্পত্তির মালিক হলো কি করে ? ভবিষ্যতে তার হিসাব নেবে ইডি সিবিআই । মমতা ব্যানার্জী শুধু তার ভাইপোকে সুরক্ষিত করতে চায় অন্য কোনো যুবককে নয় । টনিক সব জায়গায় দিতে হবে । বীরভূমের বাঘ খাঁচায় ঢুকে গিয়েছে । বড়ো ছালটা নানুরে বাড়াবাড়ি করছে তার নাম কাজল শেখ । ছোটো ছাল কেরিম খান চুপচাপ আছে । তিহারে বাবা মেয়ে পাশাপাশি আছে । এখন সুর করে গাইছে – থালাবাটি কম্বল জেলখানা সম্বল । কয়েকমাস অপেক্ষা করুন পিসি ভাইপো সঙ্গত করে গাইবে তিহারে বসে । শেষপর্যন্ত বুথ ছাড়বেন না । সাংবাদিকদের বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ ড সুকান্ত মজুমদার বলেন, বাছাই করা সিভিক পুলিশদের দিয়ে ভোট লুঠ করার চেষ্টা করা হচ্ছে । ফিরহাদ সাহেব দায়িত্ব পাওয়ার পর কিছু বাছাই করা মুসলিম দুস্কৃতীদের আনবে ভোট লুঠ করার জন্য । পুলিশ প্রশাসনকে বলবো । বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা উপস্থিত ছিলেন ।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকার জনগণকে শনিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রিপল প্রদান করা হল

আলিপুরদুয়ার আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকার জনগণকে শনিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রিপল প্রদান করা হল ।এদিন সুভাষিনি চা বাগানে শ্রমিকদের ত্রিপল প্রদান করা হয় উপস্থিত ছিলেন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মণ ও ব্লকের আধিকারিকেরা । এদিন বিডিও কালচিনি ব্লকের সুভাষিনি চা বাগানের ৪০০ জন শ্রমিকের হাতে নিজে ত্রিপল তুলে দেন। এই বিষয়ে বিডিও জানান বন্যা কবলিত এলাকা থেকে আমাদের কাছে ত্রাণের জন্য আবেদন করা হয়েছিল এজন্য আমি নিজে স্পটে এসে জনগণের হাতে ত্রিপল তুলে দিচ্ছি।

আহত যুব তৃণমূল নেতাকে দেখতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ আহত যুব তৃণমূল নেতাকে দেখতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গেলেন মেয়র গৌতম দেব।শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি জয়ব্রত মুকুটিকে চাকু দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠলো দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। প্রসঙ্গত গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে ১০ টা নাগাদ শিলিগুড়ির সেভক রোডে এক যুবকের সঙ্গে কিছু কারণবসত বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি।অভিযোগ সেই সময় আরো বেশ কয়েকজন এসে তাকে ঘিরে ধরে ও তাদেরই মধ্যে একজন চাকু দিয়ে তার পেটে আঘাত করে। ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। আহত তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আজ আহত ওই যুব তৃণমূল নেতাকে দেখতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মেয়র গেলেন মেয়র গৌতম দেব।

নকশালবাড়ির আশাপুর চাবাগানের রাস্তায় ডাম্পার ও যাত্রীবাহী ম্যাজিকের মুখোমুখি সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি নকশালবাড়ির আশাপুর চাবাগানের রাস্তায় ডাম্পার ও যাত্রীবাহী ম্যাজিকের মুখোমুখি সংঘর্ষ । জানা গিয়েছে ডাম্পারের টায়ার ফেটে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী ম্যাজিক ঐ ডাম্পারটির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসে। পরে ম্যাজিক থেকে আহতদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় ৬জন যাত্রী আহত হলে আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৪জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২জন গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর পলাতক ডাম্পার চালক।

মালদা আবগারি বিভাগের অর্থ দপ্তরের উদ্যোগে মালদা মানবাধিকার সমিতির সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে সোমবার ইংরেজবাজার শহরজুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক পদযাত্রা

মালদা মালদা আবগারি বিভাগের অর্থ দপ্তরের উদ্যোগে মালদা মানবাধিকার সমিতির সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে সোমবার ইংরেজবাজার শহরজুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক পদযাত্রা। জানা যায়, মালদা জেলা প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে এই মাদক বিরোধী পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এরপর গোটা মালদা শহর পরিক্রমা করে এই মাদক বিরোধী পদযাত্রা। মাদক বিরোধী দিবসে নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা দেওয়া হয়। পদযাত্রায় অংশ নেয় মালদা আবগারি দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা।

বিরল প্রজাতির সাপের কামড়ে আতঙ্ক ছড়ালো ধুপগুড়িতে ! সাপকে চিনতে না পেরে সাপ নিয়ে সটান হাজির হাসপাতালে যুবক

জলপাইগুড়ি অজানা সাপ কামড়েছে যুবককে সাপ কে চিনতে না পেরে তৈরি হয় কৌতুহল। তড়িঘড়ি সেই সাপ নিয়ে হাজির হাসপাতালে যুবক। এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ধুপগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে।ধুপগুড়ি ব্লকের বারঘরিয়া অঞ্চলের বিশ্বনাথ মন্ডল নামে ওই যুবক রবিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির পাশে রাস্তার ধারে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎই তিনি অনুভব করেন তার ডান পায়ে কিছু একটা কামড়েছে। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পাড়ার লোককে ডাকাডাকি শুরু করেন তিনি । তারা এসে দেখেন তার ডান পায়ে আঘাতের চিহ্ন এবং পাশেই একটি বিরল প্রজাতির সাপ রয়েছে। এরপর তার ডান পায়ের আঘাতের চিহ্নের ঠিক উপরে গামছা দিয়ে বেঁধে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এলাকাবাসীরা। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরাযদিও প্রথমে বাসিন্দারা ওই সাপটিকে দেখে মনে করেন দারাশ সাপ, কিন্তু না সাপটি অনেকটা দারাশ সাপের মতো মাথা থাকলেও গোটা শরীরটা কালাচ সাপের মত দেখতে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে কৌতুহল।অন্যদিকে সেই সাপ নিয়ে হাসপাতালে গেলেও হাসপাতালে চিকিৎসকরা সেই সাপটিকে চিনতে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি তৈরি হয়। অন্যদিকে নেট দুনিয়ায় সার্চ করার পরেও সেই সাপ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

কোচবিহারের চান্দামারী প্রাণনাথ হাই স্কুলের মাঠে জনসভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের চান্দামারী প্রাণনাথ হাই স্কুলের মাঠে জনসভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমবার কোন মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় নির্বাচনী প্রচারে এলেন। সকাল থেকেই মাঠে ছিল তৃণমূল সমর্থকদের ভির। নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঙ্গেদ্যাপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রয়েছে কেন্দ্র সরকার। আবাস যোজনা টাকাও আটকে রেখেছে কেন্দ্র সরকার। একই সঙ্গে তিনি বলেন সীমান্তে বিএসএফ সাধারণ মানুষকে গুলি করে মারছে। নির্বাচনী জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান।

পরিকল্পনা করেই বেয়ারস্টোকে আউট করেছে অস্ট্রেলিয়া

পর্থ ঃ জনি বেয়ারস্টোকে নিরীহ বাউন্সার করেছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান 'ডাক' করে বলটি ছেড়ে দেন। বল মাটিতে একবার বাউন্স খেয়ে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির গ্লাভসে জমা পড়ে।

ঘটনাটা এ পর্যন্ত থাকলে অর্থাৎ বেয়ারস্টো যদি তখন আউট না হতেন, তাহলে কাল অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনে ইংল্যান্ডের পক্ষে কি ফল আসত? সেটা অনেক যদি-কিন্তুর ওপর নির্ভর করলেও এটা সত্য বেয়ারস্টো ক্রিজে থাকলে ইংল্যান্ডের রান তাড়াটা আরেকটু সহজ হতো। কিন্তু ক্যারির উপস্থিত বুদ্ধি তা হতে দেয়নি।

বেয়ারস্টোকে ক্রিজ ছেড়ে বের হতে দেখেই 'আন্ডারআর্ম' থ্রোতে স্টাম্প ভেঙেছেন ক্যারি। ব্যস, স্টাম্পিংয়ের শিকার হয়ে আউট বেয়ারস্টো। এই আউট নিয়ে কাল থেকেই বিতর্ক হচ্ছে। কেউ এই আউটের পক্ষে কেউ বিপক্ষে। তবে এই আউট কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলের পরিকল্পনার ফসল। সেটাই জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড।

ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় টেস্টেও হারিয়ে অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। কাল ৪৩ রানে জয়ের পর বেয়ারস্টোর আউট নিয়ে কথা বলেছেন ম্যাকডোনাল্ড। ওই আউটের আগে বেয়ারস্টোকে ক্রিজ ছেড়ে বের হতে দেখে বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল অস্ট্রেলিয়া দলের।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও ক্যারি এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করেছিলেন। সংবাদমাধ্যমকে এ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোচ বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড় যখন ক্রিজ ছেড়ে বের হয়ে যান, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তখন সুযোগটা নেওয়াই যায়। প্যাট ম্যাচের পর জানিয়েছে বেয়ারস্টোর ক্রিজ ছেড়ে বের হয়ে যাওয়া নিয়ে সে (মাঠে) কথা বলেছে আর সুযোগটা নিয়ে অ্যালেক্স ক্যারি, বল তখনো খেলার মধ্যে ছিল।' অস্ট্রেলিয়ার এই কোচ মনে করেন আউটটি বৈধ, 'সিদ্ধান্তটা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে যাওয়ার পর তিনি আউট দিয়েছেন। এটা ক্রিকেটের আইনসিদ্ধ সিদ্ধান্তই ছিল। তাই সত্যি বলতে আমি এটা নিয়ে এত বিতর্কের কিছু দেখি না।'

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস এমন আউটকে ক্রিকেটের 'চেতনার পরিপন্থী' বলেছেন। তাঁর কথার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার ব্র্যাড হগ। তাঁর মতেও, বেয়ারস্টোর আউটটি খেলার চেতনার পরিপন্থী। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড সোজাসাপটাই বলেছেন, এমন সুযোগ আবার পেলে তা কাজে লাগাতে দ্বিধা করবে না অস্ট্রেলিয়া দল, 'সব খেলোয়াড়ই এটা মনে করে। বিষয়টি অনেকটাই এমন, যখন নাথান লায়নের বলে কেউ ডাউন দ্য উইকেট আসে, তখন সে (লায়ন) কি বল লেগ সাইডে করার সুযোগটা নেয়? এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তাই আমি মনে করি যেকোনো সময় একজন খেলোয়াড় ক্রিজ ছাড়লে সুযোগটা নেওয়া যায়...তবে এমন সব ঘটনায় দুটি পক্ষের মতামত আসবেই।'

বেয়ারস্টোর আউট নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল লর্ডসের লং রুমে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা মধ্যাহ্নবিরতিতে মাঠ ছেড়ে লং রুম দিয়ে ড্রেসিংরুমে যাওয়ার সময় তাঁদের দুয়ো দিয়েছেন অনেকে। সে সময় ডেভিড ওয়ার্নার আর উসমান খাজার সঙ্গে বচসায় জড়ান এমসিসির কয়েকজন সদস্য। দুজনকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা কটু মন্তব্য করেন। ওয়ার্নার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর সামনে চলে আসেন এক সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, এমসিসির দুই সদস্যকে দেখিয়ে খাজা নিরাপত্তাকর্মীদের বলছেন, 'একে এবং একে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।' ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টাইমসকে একটি সূত্র জানিয়েছে, এমসিসির একজন সদস্য ওয়ার্নারের সঙ্গে শারীরিক সংঘর্ষেও গিয়েছেন। ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামও বেয়ারস্টোর আউট মেনে নিতে পারেননি। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'আমার মনে হয় না, ওদের সঙ্গে আমরা শিগগিরই বিয়ার খেতে বসব।' ইংল্যান্ড কোচের এই মন্তব্য শুনে অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ডের প্রতিক্রিয়া, 'তার (ম্যাককালাম) সঙ্গে এখনো কথা হয়নি। মন্তব্যটা এই প্রথম শুনলাম। তবে তার কথায় হতাশ হয়েছি।'

ক্রিকেটের আইন প্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) ২০.১.২ ধারায় বলেছে, 'বল তখনই ডেড বলে গণ্য হবে যখন বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার নিশ্চিত হবেন ফিল্ডিংয়ে নামা দল এবং উইকেটের ব্যাটসম্যানরা সেটিকে আর খেলার অংশ বলে মনে করছেন না।'

ইংল্যান্ডের সাবেক দুই টেস্ট অধিনায়ক এউইন মরগান ও অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস মনে করেন, আম্পায়ার বেয়ারস্টোকে আউট ঘোষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। স্কাই স্পোর্টসকে মরগান বলেছেন, 'দর্শকেরা হতাশ। যদিও আমি এর কারণটা বুঝতে পারছি না। বেয়ারস্টোর আউটটি বোকামির ফসল। বেয়ারস্টো ক্রিজ ছাড়ার সময় বল ডেড হয়নি, সে তার নিজস্ব জগতে ছিল-যেটা আপনি করতে পারেন না। বরং ক্যারি পরিস্থিতি বুঝে সুযোগটা নিয়ে স্মার্টনেসের পরিচয় দিয়েছে। আমি এই আউটে ক্রিকেটের চেতনা পরিপন্থী কিছু দেখি না।'

স্ট্রাউসও বলেছেন, 'এটা ক্রিকেটের চেতনার পরিপন্থী কি না, তা নিয়ে আপনি তর্ক করতে পারেন। কিন্তু সত্যটা হলো, এই আউটে কোনো ভুল ছিল না। হ্যাঁ, দর্শকেরা এটাকে ইংল্যান্ডের প্রতি দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে।'

মার্ক টেলরও বেয়ারস্টোকে একইভাবে আউট করতেন

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ লর্ডস টেস্টে কাল শেষ দিন জনি বেয়ারস্টোর ডিসমিসাল নিয়ে চলছে তীব্র বিতর্ক। ব্যাপারটা মাঠ ছাপিয়ে লর্ডসের লং রুমকেও উত্তপ্ত করেছে। ঘটনার পর মধ্যাহ্ন বিরতিতে যাওয়ার সময় লং রুমে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বচসায় জড়ান এমসিসির কয়েকজন সদস্য। বেয়ারস্টোর আউটটি ক্রিকেটীয় চেতনা পরিপন্থী কি না, বিতর্কটা সেটি নিয়েই। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঝামেলা করে নিষিদ্ধ হয়েছেন এমসিসির তিন সদস্য। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস কাল ম্যাচ শেষে বলেছেন, তিনি কখনোই অস্ট্রেলিয়ানদের মতো করে জিততে চাইতেন না। ঘটনাটা ইংল্যান্ডের ইনিংসের ৫২তম ওভারের শেষ বলে। ক্যামেরন গ্রিনের বলটি ছিল বাউন্সার, যা মাথা নিচু করে ছেড়ে দেন বেয়ারস্টো। বল ছেড়ে দেওয়ার পরপরই ক্রিজ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে যান। এ সময় 'আন্ডারআর্ম' থ্রো করে স্টাম্প ভেঙে দেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ক্যারি। যদিও বেয়ারস্টো রান নেওয়ার জন্য ক্রিজ ছাড়েননি। আম্পায়ার ওভার শেষ ঘোষণা করেছেন ভেবে অপর প্রান্তে স্টোকসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ক্যারি ঠিক সে সময় বল ছুঁড়ে স্টাম্প ভেঙে দেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন টিভি আম্পায়ার। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত দিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কারণ, বেয়ারস্টো ক্রিজের বাইরেই ছিলেন।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের যুক্তি, আউটটি পুরোপুরি ক্রিকেটীয় চেতনার বাইরে। অস্ট্রেলিয়া দল কেন আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নিল না সেটি নিয়েও ক্ষোভ আছে ইংল্যান্ড দলে। ইংল্যান্ডের পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড বেয়ারস্টো ফেরার পর মাঠে নেমে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে যা বলেছেন, স্টাম্পের মাইক্রোফোনে পরিষ্কার শোনা গেছে। ব্রড বলেছিলেন, সেটি নাকি তাঁর দেখা ক্রিকেট মাঠের 'সবচেয়ে বাজে ঘটনা'।

এ ঘটনা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হয়তো চলবে আরও কিছু দিন। এটি নিয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররাও দুই দলে বিভক্ত, এটা বোঝাই যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মার্ক টেলর যেমন প্যাট কামিন্সের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। টেলর মনে করেন, তিনি যদি অধিনায়ক হিসেবে মাঠে থাকতেন, কখনোই আউটের আবেদন প্রত্যাহার করতেন না।

অস্ট্রেলিয়ার চ্যানেল নাইনে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছেন মার্ক টেলর। তিনি এক পডকাস্টে বলেছেন, 'আমার জানা মতে আমি আমার পুরো ক্যারিয়াজুড়ে ক্রিকেটীয় চেতনা সমুন্নত রেখে ক্রিকেট খেলেছি। কাল যদি আমি থাকতাম, তাহলে বেয়ারস্টোর আউটের আবেদন আমিও প্রত্যাহার করতাম না।' টেলর সেটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, 'আমার মনে হয় যা হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। আমি যদি লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হতাম, তাহলে আমি কখনোই বেয়ারস্টোর আউটের আবেদন প্রত্যাহার করতাম না। আমি জানি, আমার সিদ্ধান্ত হয়তো অনেকেরই পছন্দ হতো না। কিন্তু এটা এমন একটা বিষয়, যা সব সময়ই হয়।'

ইন্টার মায়ামি থেকে এক পা দূরে রামোস

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসির পথ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নাম লেখাতে পারেন স্পেন ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক অধিনায়ক সের্হিও রামোস। স্পেনের পত্রিকা স্পোর্তের খবর, এরই মধ্যে এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামি পিএসজির সাবেক ডিফেন্ডারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে এবং তিনি মেসির ক্লাবে নাম লেখানো থেকে এক পা দূরে আছেন। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুম শেষে মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে যাওয়া মেসি পিএসজি থেকে ইন্টার মায়ামিতে যাবেন বলে ঘোষণা দেন গত মাসে। এরপর বার্সেলোনায় মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে যাওয়া তাঁর সাবেক সতীর্থ সের্হিও বুসকেতসও নাম লেখান ইন্টার মায়ামিতে। গুঞ্জন আছে বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া জর্দি আলবার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে এমএলএসের ক্লাবটি। স্পেনের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপ জেতা রামোস রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময় মেসি, বুসকেতস ও আলবা ছিলেন তাঁর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু লা লিগার প্রতিপক্ষ বার্সেলোনার সাবেক ফরোয়ার্ড মেসির সঙ্গে পিএসজিতে দুই মৌসুম খেলেছেন রামোস। এখন হয়তো রিয়ালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সাবেক তিন খেলোয়াড়ের সঙ্গে এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন তিনি। পিএসজির সঙ্গে রামোসের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে। মৌসুম শেষে মেসি, বুসকেতস, আলবার মতো তিনিও হয়ে গেছেন মুক্ত খেলোয়াড়। ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছিল, রামোস পিএসজিতেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেনি প্যারিসের ক্লাব। এরপর গুঞ্জন ছিল রামোস শৈশবের ক্লাব সেভিয়ায় ফিরতে পারেন অথবা সাবেক রিয়াল সতীর্থ ক্রিস্টিয়ানোকে রোনালদোকে অনুসরণ করে যেতে পারেন সৌদি আরবের ক্লাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর ঠিকানা হচ্ছে ইন্টার মায়ামি।

আফগানদের বিপক্ষেও ক্রিকেটারদের দেখবেন হাথুরুসিংহে

চট্টগ্রাম ঃ বাংলাদেশ দল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ দুটি ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যানারে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে এবার যখন আরেকটি ওয়ানডে সিরিজ দুয়ারে, তখনো দলের কিছু জায়গায় পরিবর্তন করে দেখতে চান প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। হাথুরুসিংহের লক্ষ্য, বিশ্বকাপ ভাবনায় থাকা ক্রিকেটারদের যথেষ্ট 'গেমটাইম' দেওয়া। ম্যাচে কে কেমন করেন, সেটা তিনি আগেই দেখে নিতে চান। আজ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের অনুশীলনের আগে সংবাদ সম্মেলনে এসে এ কথাই বলে গেলেন হাথুরুসিংহে। ৫ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও দল নিয়ে গবেষণা চলবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে হাথুরুসিংহে বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা কিছু ছেলেকে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর মানে এই নয় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। আমরা কোচিং গ্রুপ, নির্বাচকেরা জানি যে আমরা কী করতে চাই এবং ক্রিকেটারদের কোন কোন জায়গায় নজর দিতে হবে।' এর পেছনে কারণটাও অবশ্য সবার জানা। হাথুরুসিংহে সেই জানা কথাই আরও একবার বললেন, 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানে হলো, আমরা চাই এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে চোট বা অন্য কোনো জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার গভীরতা যাতে আমাদের থাকে। তো এই কারণ মাথায় রেখে আমরা ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে চাই।' আফগানিস্তান সিরিজের দলে ওপেনার মোহাম্মদ নাঈমকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে কারণেই। তিন ম্যাচের এই সিরিজের যেকোনো এক ম্যাচে দেখা যেতে পারে এই বাঁহাতি ওপেনারকে। সে আভাসও আছে হাথুরুসিংহের কথায়, 'হ্যাঁ! আমরা যখনই সুযোগ পাব, ওকে (নাঈমকে) একটি ম্যাচে সুযোগ দেব।' দলে ফিরেছেন আফিফ হোসেনও। গত আয়ারল্যান্ড সিরিজের দল থেকে বাদ পড়ার পর তাঁর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এবার একাদশে সুযোগ পেলে তিনি কোন পজিশনে খেলবেন, প্রধান কোচকে আজ প্রত্যাশিতভাবে এ নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তিনিও হয়তো প্রস্তুত ছিলেন। উত্তরে তিনিও মজা করে বলেন, 'আপনি তো ভেতরের কথা জিজ্ঞেস করছেন (হাসি)। সে মিডল অর্ডারে খেলবে।'

ওয়ানডে সিরিজের দলে থাকা ক্রিকেটারদের বাইরেও চোখ আছে হাথুরুসিংহের। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ইমার্জিং এশিয়া কাপে বিশ্বকাপের ভাবনায় থাকা কয়েকজন ক্রিকেটারকে পাঠানো হচ্ছে। নাঈম তো আছেনেই। সৌম্য সরকার, মেহেদী হাসানও আছেন বাংলাদেশ ইমার্জিং দলে। সেখানে ভালো করলেও এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। হাথুরুসিংহের একটা চোখ যে শ্রীলঙ্কায়ও থাকবে, সেটা বোঝা গেল তাঁর এই কথায়, 'আপনি যদি আমাদের কম্বিনেশন দেখেন, ওই দলে আমরা শুধু অনূর্ধ্ব-২৩-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নির্দিষ্ট কিছু ক্রিকেটারকে নিয়েছি।

উপভোগের জন্য বানর নির্যাতনের এক আন্তর্জাতিক চক্রের মুখোশ খুললো বিবিসি

ইন্দোনেশিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিবিসি এক বছর ধরে এক অনুসন্ধান চালিয়ে উদঘাটন করেছে বানরকে নির্যাতন করে আনন্দ উপভোগের বিশ্বব্যাপী এক চক্রের কার্যকলাপ। এই চক্রের তৎপরতা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস জেনেছে ইন্দোনেশিয়ায় লম্বা লেজের ম্যাকাও প্রজাতির বানরকে নির্যাতন করার এবং বানরের বাচ্চাকে হত্যা করার ভিডিও দেখার জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন এবং পৃথিবীর অন্যত্র খদ্দেররা কীভাবে ইন্দোনেশিয়দের কাছ থেকে সেসব ভিডিও কিনছে। এই নির্যাতন চক্রের জন্ম হয় ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে। সেখান থেকে তাদের কার্যকলাপ তারা নিয়ে যায় এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ অ্যাপ টেলিগ্রামে। সেখানে কিছু প্রাইভেট গ্রুপের মধ্যে তাদের কাজ তারা সীমিত রাখে। টেলিগ্রাম, অ্যাপ ব্যবহারকারীদের বার্তার গোপনীয়তা রক্ষা করে। পুলিশ এখন এই ক্রেতাদের ধরার চেষ্টা করছে এবং বেশ কয়েকজনকে ইতোমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিবিসির সাংবাদিকরা ছদ্ম পরিচয়ে টেলিগ্রামের অন্যতম এরকম একটি নির্যাতন গ্রুপের কথোপকথনে যোগ দেন। ওই গ্রুপগুলোতে শত শত মানুষ বানরকে নির্যাতন করার চরম সব আইডিয়া শেয়ার করে এবং ইন্দোনেশিয়া ও এশিয়ার আরও কিছু দেশের মানুষকে অর্থের বিনিময়ে সেসব কাজ করতে বলে।

নিষ্ঠুরতা দেখে আনন্দ উপভোগী এই ব্যক্তিদের লক্ষ্য হল লম্বা লেজওয়ালা ম্যাকাও প্রজাতির বানরের বাচ্চার লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ভিডিও বানানো, অনেকসময় এমনকি ছবিতে তাদের মেরে ফেলার দৃশ্য দেখানো।

বিবিসি তার অনুসন্ধানে খুঁজে বের করেছে ইন্দোনেশিয়ায় বানর নির্যাতনকারীদের,সেইসঙ্গে আমেরিকায় তাদের তোলা ভিডিও যারা বিতরণ ও বিক্রি করে তাদের। এছাড়াও তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন প্রয়োগ করার যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তাদেরও সাহায্য নিয়েছে বিবিসি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন অন্তত ২০ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তিনজন নারী যাদের পুলিশ গত বছর গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু তদন্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে। আর আমেরিকার অরিগন অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তিকে গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আমেরিকায় এধরনের ভিডিওর বড় একজন ডিসট্রিবিউটার হলেন মাইক ম্যাককার্টনি। পর্দায় ব্যবহৃত তার নাম দ্য টর্চার কিং (নির্যাতনের রাজা)। এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত।

বিবিসির সঙ্গে কথা বলতে তিনি রাজি হন এবং যখন টেলিগ্রাম অ্যাপ-এ বানর নির্যাতন দলে তিনি প্রথম যোগ দেন সেই সময়কার কথা আমাদের বলেন।

ওই গ্রুপে ওরা একটা জরিপ চালাচ্ছিল, মি. ম্যাককার্টনি বলেন। জরিপের বিষয় ছিল,আপনি কি চান একটা হাতুড়ি ব্যবহার করা হোক? আপনার কি ইচ্ছা নির্যাতনে একটা প্লায়ার ব্যবহার হোক? আপনি কি স্ক্রুড্রাইভারের ব্যবহার চান? এরপর যে ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল তা আমার এ পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভিডিও, তিনি বলেন।

মাইক ম্যাককার্টনি আগে একটি মোটরসাইকেল গ্যাং-এর সদস্য ছিলেন। বানর নির্যাতনের জগতে ঢোকার আগে তিনি বেশ কিছু সময় জেলও খেটেছেন। বানর নির্যাতনে আগ্রহী হবার পর তিনি টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে বেশ কয়েকটি গ্রুপ পরিচালনা শুরু করেন। এসব গ্রুপে নিষ্ঠুর পন্থায় অত্যাচারে উৎসাহী ব্যক্তিরা ভিডিও সরবরাহ করতো।

অবৈধ মাদক ব্যবসা থেকে অর্থ উপার্জনের সাথে এর কোন তফাৎ নেই, তিনি জানান। ড্রাগের অর্থ আসে অপরাধীদের হাত থেকে, আর এখানে অর্থ আসে তাদের হাত থেকে যাদের হাতে রক্ত লেগে আছে।

বিবিসি আরও দুজন সন্দেহভাজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে। একজন হলেন স্টেসি স্টোরি, যিনি আলাবামার বাসিন্দা একজন দাদী। নিজের এলাকায় তার পরিচয় স্যাডিস্টিক হিসাবে - অর্থাৎ অন্যের কষ্ট দেখে যিনি সুখ পান। আরেকজন হলেন মি. এপ নামে পরিচিত চক্রের মূল এক হোতা। নিরাপত্তার কারণে তার আসল নাম আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। মি. এপ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে অন্তত চারজন বানরের মৃত্যু এবং আরও বহু সংখ্যক বানরকে অত্যাচার করার জন্য তিনি দায়ী। তিনি চরম নিষ্ঠুর ভিডিও তৈরির নির্দেশ দেন বলেও জানান।

স্টেসি স্টোরির ফোন জব্দ করেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। সেখানে তারা প্রায় ১০০টি নির্যাতনের ভিডিও পান। এছাড়াও অত্যন্ত হৃদয়বিদারক অত্যাচারের দৃশ্য সম্বলিত কিছু ভিডিও তৈরির জন্য তিনি অর্থ দিয়েছেন এমন সাক্ষ্যপ্রমাণও তারা পান।

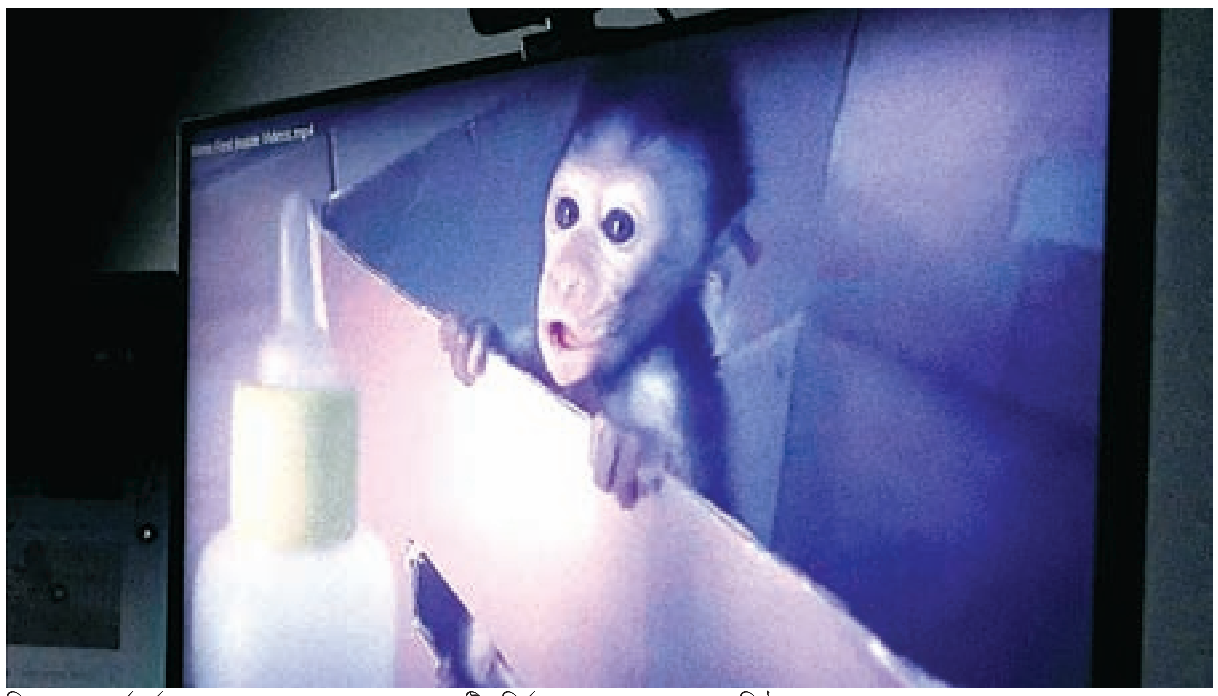

পুলিশ সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, মিজ স্টোরি এমনকি এমাসের গোড়ার দিক পর্যন্তও এধরনের নির্যাতন গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন। বিবিসির সাংবাদিক জানুয়ারি মাসে আলাবামায় তার সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন তার ফোন হ্যাক করা হয়েছে এবং এই অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত কোন মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

আমেরিকায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির চলমান তদন্তের পাঁচজন প্রধান টার্গেটের মধ্যে তিনজন হলেন মি. এপ, স্টেসি স্টোরি এবং মাইক ম্যাককার্টনি।

তাদের বিরুদ্ধে এখনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়নি। কিন্তু ডিএইচএস-এর সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় তারা দোষী প্রমাণিত হলে তাদের সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা ডিএইচএস-এর তদন্তের যিনি প্রধান - বিশেষ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা পল উলপার্ট, তিনি বলেছেন যেসব আইন প্রয়োগকারী এর সাথে জড়িত আছেন তারা অভিযুক্ত এই অপরাধের প্রকৃতি দেখে গভীরভাবে বিচলিত এবং স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

এধরনের অপরাধ করার জন্য কেউ যে কখনও মানসিকভাবে তৈরি থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি না, তিনি বলেন। অ্যাটর্নি, জুরি মণ্ডলী, যারাই এ ঘটনার বিবরণ পড়বেন তাদের একই প্রতিক্রিয়া হবে। আমার ধারণা এটা সবাইকে স্তম্ভিত করবে।

বানরদের ওপর অকথ্য ও নির্মম অত্যাচারের এসব ভিডিও কেনা বা বিতরণের সাথে যারাই জড়িত আছে, তারা যেন মনে রাখে, তাদের দরজায় কোন না কোন সময়ে আমরা ঠিকই হাজির হব, জানান পল উলপার্ট। আপনি কিন্তু পার পাবেন না।

ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ দুজন সন্দেহভাজন নির্যাতনকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। আসেপ ইয়াদি নুরুল হিকমার বিরুদ্ধে পশু নির্যাতন এবং সংরক্ষিত প্রজাতির প্রাণী বিক্রির অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

এম আজিস রাসজানা নামে আরেক ব্যক্তিকে আট মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে, যা ইন্দোনেশিয়ায় পশুপাখিদের ওপর নির্যাতনের সর্বোচ্চ সাজা।

টেলিগ্রাম এবং বর্তমানে ফেসবুকে বানরের ওপর অত্যাচারের ভিডিও এখনও খুবই সহজপ্রাপ্য। বিবিসি সম্প্রতি দেখেছে এই দুই প্ল্যাটফর্মে কয়েক ডজন গ্রুপ চরম অত্যাচারের এসব ভিডিও শেয়ার করছে। কোন কোন গ্রুপে সদস্যের সংখ্যা এক হাজারের ওপর।

আমরা দেখেছি এধরনের চরম নিষ্ঠুরতার পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ দৃশ্যের ভিডিও বা কন্টেন্টের সংখ্যা বেড়ে গেছে। যেগুলো আগে লুকানো থাকত, অত প্রকাশ্য ছিল না, এখন সেগুলো ফেসবুকের মত প্ল্যাটফর্মে খোলাখুলিভাবে ছড়ানো হচ্ছে, বলেন সারা কাইট, যিনি অ্যাকশান ফর প্রাইমেটস নামে একটি পশু বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা।

ফেসবুক বিবিসিকে জানিয়েছে এধরনের নির্যাতনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রুপ বা গোষ্ঠির উপস্থিতি তাদের নজরে এসেছে তাদের তারা প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে নিয়েছে। আমাদের প্ল্যাটফর্মে পশুপাখির ওপর অত্যাচার নির্যাতনকে আমরা উৎসাহ দিই না এবং যখনই এধরনের কন্টেন্ট আমাদের নজরে আসে আমরা সেগুলো সরিয়ে নিই। যেমনটা আমরা এক্ষেত্রে করেছি, জানান ফেসবুকের একজন মুখপাত্র। যারা নির্যাতনের ভিডিও তৈরির জন্য অর্থ দেয়, তাদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে ব্রিটেনের আইনকে যুগোপযোগী করার আহ্বান জানান পশু অধিকার কর্মী মিজ কাইট। কেউ যদি কোন প্রাণীর ওপর শারীরিক নির্যাতন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাউকে অর্থ দেয়, এবং সেই প্রাণীর ওপর কীভাবে অত্যাচার করা হবে তার ফর্দ তৈরি করে দেয়, তাহলে তাকে দায়বদ্ধ করার জন্য আইনকে আরও কঠোর করতে হবে, তিনি বলেন।

ইউটিউব বিবিসিকে এক বিবৃতিতে জানায় যে তাদের প্ল্যাটফর্মে পশু নির্যাতনের জন্য কোন জায়গা নেই এবং নীতি লংঘনকারী কন্টেন্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে তাদের সংস্থা সবসময় সচেষ্ট।

বিবৃতিতে বলা হয়,শুধু এই বছরেই আমরা কয়েক লাখ ভিডিও সরিয়ে নিয়েছি এবং সহিংসতা ও আপত্তিকর খোলামেলা কন্টেন্ট পোস্ট করার বিরুদ্ধে আমাদের নীতিমালা লংঘনের দায়ে কয়েক হাজার চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছি।

টেলিগ্রাম জানাচ্ছে, তারা বাক স্বাধীনতার মত মানবাধিকার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা আরও বলেছে যে, তাদের নজরদারি টিমের পক্ষে ব্যক্তিগত গ্রুপগুলোর ওপর আগাম নজরদারি করা সম্ভব নয়।

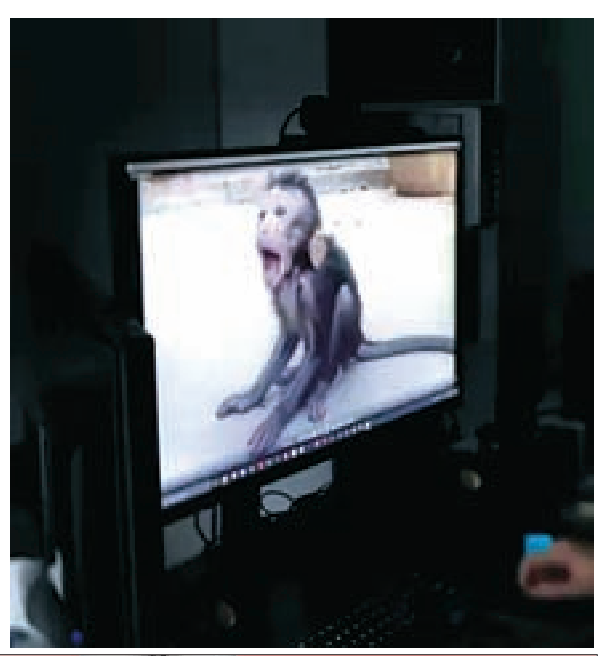

টুকরো খবর

বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কুকুরের ১০০তম জন্মবার্ষিকী

সিঙ্গাপুর (ওয়েবডেস্ক)ঃ সিনেমার পোস্টারে চীনা ভাষায় যে শ্লোগানটি লেখা তাতেই কিন্তু সব কথা বলা হয়ে গেছে,আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, যত দীর্ঘ সময়ই অপেক্ষায় থাকতে হোক না কেন। এই চলচ্চিত্র হাচিকো নামের বিশ্বস্ত কুকুরের সত্যিকারের জীবনকাহিনী নিয়ে। কুকুরটি তার মনিবের মৃত্যুর বহু বছর পরও প্রতিদিন জাপানের এক ট্রেন স্টেশনে তার জন্য অপেক্ষায় থাকতো। ক্রিম হোয়াইট রঙের কুকুরটি ছিল আকিতা ইনু জাতের, এটির জন্ম হয়েছিল ১০০ বছর আগে। এই কুকুরের কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র, লেখা হয়েছে অনেক বই, তাকে স্মরণীয় করে রাখতে তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্য। হাচিকোকে নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্রটি তৈরি হয় ১৯৮৭ সালে জাপানে। এরপর ২০০৯ সালে হলিউডে তৈরি হয় আরেকটি ছবি, যাতে অভিনয় করেছিলেন রিচার্ড গের। এখন চীনা ভাষায় যে তৃতীয় ছবিটি তৈরি হয়েছে, সেটিও বেশ ব্যবসা সফল বলে মনে হচ্ছে।

এরকম প্রভুভক্ত কুকুর নিয়ে আরও অনেক কাহিনী হয়তো আছে, কিন্তু হাচিকোর মতো আর কোন কুকুরের গল্প বিশ্বজুড়ে এতটা প্রভাব ফেলেনি। টোকিওর শিবুয়া স্টেশনের বাইরে ১৯৪৮ সাল হতে হাচিকোর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে। এই স্টেশনের বাইরেই হাচিকো তার মনিবের জন্য অনেকদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সময় কাটিয়েছে। হাচিকোর ভাস্কর্যটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। জাপানের স্কুলে শিশুদের চুকেন হাচিকো অর্থাৎ বিশ্বস্ত হাচিকোর গল্প বলা হয় ভক্তি এবং বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসেবে। হাচিকো তার প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং ভক্তির কারণে যেন এক আদর্শ জাপানি নাগরিকের প্রতিমূর্তি, বলছেন ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই এর প্রফেসর ক্রিস্টিন ইয়ানো। হাচিকো বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, প্রভুর অনুগত, বুঝদার। সে কোন যুক্তির ওপর নির্ভর করে না এবং বিশ্বের বৃহৎ পরিসরে তার স্থান কোথায় সেটি নিয়ে সে চিন্তিত নয়।

হাচিকোর জন্ম ১৯২৩ সালের নভেম্বরে জাপানের আকিতা প্রিফেকচারের ওডেট শহরে। আকিতা জাতের কুকুরের আদি জায়গা এটি। বড় আকৃতির এই জাপানি কুকুর জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং পুরনো জাতগুলোর একটি। ১৯৩১ সালে জাপান সরকার আকিতা কুকুরকে জাতীয় প্রতীক বলে নির্ধারণ করে। এক সময় জঙ্গলে শুকর বা হরিণ শিকারের জন্য এই কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। আকিতা কুকুর বেশ শান্ত, আন্তরিক, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং তার প্রভুর খুবই অনুগত, বলছেন এইটসু সাকুরাবা। তিনি হাচিকোকে নিয়ে ইংরেজি ভাষায় শিশুদের জন্য একটি বই লিখেছেন। অন্যদিকে এই কুকুরটির মধ্যে এক ধরনের গোঁয়ার্তুমি আছে, তার প্রভু ছাড়া অন্য যে কারও ব্যাপারেই সে বেশ সন্দিগ্ধ।

হাচিকোর জন্ম যে বছর, সে বছরই জাপানের এক নামকরা কৃষি বিজ্ঞানী এবং কুকুরপ্রেমী প্রফেসর হিদেসাবুরু ইয়েনো তার এক ছাত্রকে অনুরোধ করেছিলেন তার জন্য একটি আকিতা কুকুরের বাচ্চা জোগাড় করে দিতে।

ট্রেনে চড়ে এক দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে এই কুকুরের ছানাটি শিবুয়া জেলায় ইয়েনোর বাড়িতে এসে পৌঁছায় ১৯২৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। তখন তার অবস্থা এতই খারাপ যে তাকে মৃত বলে ভেবেছিল সবাই। হাচিকোর জীবনীকার প্রফেসর মায়োমি ইতোহ জানান, ইয়েনো এবং তার স্ত্রী ইয়ে ছয় মাস ধরে অনেক সেবাশুশ্রূষা করে হাচিকোকে সুস্থ করে তোলেন। ইয়েনো তার নাম রাখেন হাচি, জাপানি ভাষায় যার অর্থ আট। তবে এই নামের সঙ্গে ইয়েনোর ছাত্র সম্মান করে 'কো' শব্দ জুড়ে দেন। কুকুরটি পরিচিতি পায় হাচিকো নামে। ইয়েনো প্রতি সপ্তাহে কয়েক বার ট্রেনে করে তার কর্মস্থলে যেতেন। স্টেশনে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকতো হাচিকোসহ তিনটি কুকুর। এরপর ইয়েনো কাজ শেষে সন্ধ্যায় ফিরে না আসা পর্যন্ত কুকুর তিনটি স্টেশনে অপেক্ষা করতো। ইয়েনো ১৯২৫ সালের ২১শে মে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যান, তখন তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। হাচিকো তার সঙ্গে ছিল মাত্র ১৬ মাস।

প্রফেসর ইতোহ জানান, মৃত্যুর পর যখন ইয়েনোর শেষকৃত্যের আয়োজন চলছে, তখন হাচিকো গন্ধ শুঁকে বসার ঘরে হাজির হয়। সে ইয়েনোর কফিনের নীচে গিয়ে বসে এবং সেখান থেকে সরতে অস্বীকৃতি জানায়। এর পরবর্তী কয়েক মাস হাচিকো ছিল শিবুয়া জেলার বাইরে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মে শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয় হয় ইয়েনোর বাগানের মালি কোবায়াশি কিকুসাবারুর বাড়িতে। নিজের পরিচিত জায়গায় ফিরে আসার পর হাচিকো তার প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী আবার স্টেশনে যাওয়া শুরু করে। রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিদিন সে শিবুয়া স্টেশনে হাজির হতো। সন্ধ্যায় হাচিকো স্টেশনের টিকেট গেটের কাছে চারপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতো, তারপর প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে তাকাতো, যেন সে পরিচিত কাউকে খুঁজছে, লিখেছেন প্রফেসর ইতোহ। স্টেশনের কর্মচারীরা শুরুতে তাকে উপদ্রব বলে গণ্য করতো। স্টেশনের হকাররা তার গায়ে পানি ঢেলে দিত, ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে উত্যক্ত করতো, মারতো। তবে ১৯৩২ সালে জাপানের আসাহি শিম্বুন পত্রিকায় হাচিকোকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এরপর রাতারাতি দেশজোড়া খ্যাতি পেয়ে গেল হাচিকো। হাচিকোর জন্য প্রতিদিন স্টেশনে দান করা খাবার আসতে শুরু করলো। অনেক দূরদূরান্ত থেকে হাচিকোকে দেখতে আসতো লোকজন। তাকে নিয়ে কবিতা, হাইকু রচিত হতে থাকলো। হাচিকোর একটি মূর্তি তৈরির জন্য চাঁদা তুলতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে, তাতে নাকি যোগ দিয়েছিল তিন হাজার মানুষ। হাচিকো মারা যায় ১৯৩৫ সালের ৮ মার্চ। তার মৃত্যুর খবর অনেক জাপানি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রার্থনা করেছিল এবং গণ্যমান্য লোকজন এসে তার প্রশংসা করেছিল। তার স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যটি দেখতে গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খুবই করুণ, তখন হাচিকোর স্মরণে একটি নতুন ভাস্কর্য তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগে বিপুল সাড়া মেলে, প্রায় আট লাখ ইয়েন চাঁদা উঠে। তখনকার সময়ে এটি বিপুল অংকের অর্থ, আজকের হিসেবে প্রায় ৪ বিলিয়ন ইয়েন বা ২ কোটি ৮০ লাখ ডলার। এখন আমার মনে হয় হাচিকো হয়তো জানতো প্রফেসর ইয়েনো আর ফিরে আসবেন না, কিন্তু তারপরও হাচিকো অপেক্ষায় থাকতো। হাচিকো আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে কারও ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়, ১৯৮২ সালে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে লিখেছিলেন ওকামাতো তাকেশি। তিনি যখন হাইস্কুলে পড়তেন, তখন তিনি প্রতিদিন হাচিকোকে স্টেশনে দেখেছেন। প্রতিবছর ৮ই এপ্রিল শিবুয়া স্টেশনের বাইরে হাচিকোর স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার মূর্তিটি স্কার্ফ, সান্তা টুপি এবং ইদানীংকালে সার্জিকাল মাস্ক দিয়ে সাজানো হয়। টোকিওর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব নেচার এন্ড সায়েন্সেও তার মূর্তি আছে। হাচিকোর দেহাবশেষ ইয়েনো এবং তার স্ত্রী ইয়ের সমাধিতে রাখা হয়েছিল। হাচিকোর ভাস্কর্য আছে ওডেট শহরে, ইয়েনোর নিজের শহর হিসাইতে, ইউনিভার্সিটি অব টোকিওতে, এবং রোডস আইল্যান্ডে, যেখানকার পটভূমিতে ২০০৯ সালে তাকে নিয়ে হলিউডের ছবিটি তৈরি হয়েছিল। এবছর হাচিকোর একশো তম জন্মবার্ষিকীতে ওডেট শহরে অনেকগুলো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান এই কুকুরটির কথা কি আরও একশো বছর মানুষ মনে রাখবে? প্রফেসর ইয়ানোর মতে অবশ্যই রাখবে, কারণ 'হাচিকোর বীরত্ব' কোন একটি যুগে সীমাবদ্ধ নয়, এটি চিরন্তন। মি. সাকুরাবাও একইরকম আশাবাদী। একশো বছর পরও তার এই নিঃশর্ত, নিবেদিত প্রাণ ভালোবাসা অপরিবর্তিত থাকবে, এবং হাচিকোর কাহিনী চিরদিন বেঁচে থাকবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:07:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ডেঙ্গুর যেসব উপসর্গ দেখলে দেরি না করে হাসপাতালে যাবেন

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এমন কিছু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে যা ডেঙ্গুর প্রথাগত উপসর্গ নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, ডেঙ্গু হয়েছে সেটি বুঝতে না পারার কারণে হাসপাতালে যেতে দেরি করছেন রোগীরা। ফলে শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে আসলেও অনেকেই মারা যাচ্ছেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত

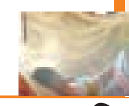

হয়ে মারা গেছেন ৫০ জন। এদের ৮০ শতাংশই হাসপাতালে ভর্তির এক থেকে তিন দিনের মধ্যে মারা গেছেন। বাকিদের মধ্যে ১৪ শতাংশ ৪-১০ দিনের মধ্যে এবং ৬ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে ভর্তির ১১-৩০ দিনের মধ্যে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে যাওয়াটাই ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর একটি বড় কারণ।

উধাও রুশ জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিন কোথায়?

মাস্কো (এজেন্সী) : জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিন রুশ সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষস্থানীয় কম্যান্ডার। কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীর ব্যর্থ বিদ্রোহের পর থেকে তিনি লাপাত্তা।

অভিযোগ রয়েছে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে জেনারেল সুরোভিকিন নিষ্ঠুর এক সামরিক কৌশল নিয়ে সরকারবিরোধীদের কাবু করেছিলেন। সে কারণে তাকে অনেকেই বলেন 'জেনারেল আরমাগেডন' অর্থাৎ চূড়ান্ত যুদ্ধের জেনারেল।

ওয়াগনারের সাথে সুরোভিকিনের সম্পর্ক কী?

জেনারেল সুরোভিকিন রুশ বিমান ও মহাকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্যান্ডার। রাশিয়ার ইউক্রেন অপারেশনের ডেপুটি কম্যান্ডার তিনি।

গত বছর অক্টোবর থেকে এবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তারপর তার পদাবনতি হয়।

২৪ জুন ওয়াগনার বাহিনীর সৈন্যরা মস্কোর দিকে যাত্রা শুরু করলে এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় প্রেসিডেঃট পুতিনের কম্যান্ড এবং ইচ্ছার প্রতি অনুগত থাকার জন্য জে. সুরোভিকিন তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। সে সময় তার ইউনিফর্মে এমন কোনো প্রতীক ছিল না যাতে তার র‍্যাঙ্ক বোঝা যায়। মুখের ভাব এবং কথায় তাকে অসংলগ্ন দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো চাপে রয়েছেন।

এর পর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি। কোনো খবর নেই।

মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর বরাত দিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয় ওয়াগনারের বিদ্রোহের কথা জে. সুরোভিকিন আগ থেকেই জানতেন, এবং তার সাথে সত্যিই এই বিদ্রোহের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল কি না তা রুশ গোয়েন্দারা এখন তা তদন্ত করছে।

তবে, জে সুরোভিকিনের মেয়ে ভেরোনিকাকে উদ্ধৃত করে রুশ মিডিয়া বাজা বলেছে,তার (বাবার) কিছুই হয়নি। তিনি যথারীতি কাজ করছেন।

কিন্তু জে. সুরোভিকিনের খোঁজ জানতে চাইলে ক্রেমলিন কোনো উত্তর দেয়নি। সাংবাদিকদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ধারণা করা হয় ওয়াগনার নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের সাথে জে. সুরোভিকিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুত শহর দখলের জন্য যখন ওয়াগনার বাহিনী লড়াই করছিল, পিগ্রোশিন বলেছিলেন জে. সুরোভিকিনই প্রতিরক্ষা দপ্তরে প্রভাব খাটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

প্রিগেশিন এও বলেন, রুশ সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে ওয়াগনার গোষ্ঠীর যোগাযোগ রক্ষার জন্য জে. সুরোভিকিনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তিনিই একমাত্র তারকাধারী জেনারেল যিনি জানেন কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়, জে. সুরোভিকিনের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রিগোশিন সেময় বলেন। অন্য কোনো জেনারেলই (রুশ সেনাবাহিনীর) এমন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নন।

গত মে মাসে প্রিগোশিন বলেন ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর শীর্ষ কম্যান্ডার হিসাবে জে. সুরোভিকিনকে নিয়োগ করা উচিৎ। ডোসিয়ের সেন্টার নামে রুশ একটি অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান দাবি করে গোপন নথিপত্র দেখে তারা জেনেছে যে ৩০ জন সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তা ওয়াগনারের ভিআইপি তালিকায় রয়েছেন, জে. সুরোভিকিন তাদের একজন।

২০২২ সালের ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট পুতিন জে, সুরোভিকিনকে ইউক্রেনে তার বিশেষ সামরিক অভিযানের প্রধান অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন। তখনই প্রথম ঐ পদটি তৈরি করা হয়। এর আগে, তিনি দক্ষিণ ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেসময় ইউক্রেন সেনাবাহিনী রাশিয়ার দখল থেকে ডনবাস অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা পুনর্দখল করতে সমর্থ হয়। রাশিয়া সেই অবস্থা বদলে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

জে. সুরোভিকিনের দুর্নাম রয়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ঠুর কৌশল নিতে তিনি পিছপা হন না।

তিনি ইউক্রেন অপারেশনে দায়িত্ব নেওয়ার পর রুশ বাহিনী পুরো শীতকালজুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা শুরু করে।

দখলকৃত খেরসন শহর এবং নিপ্রো নদীর পশ্চিম তীরে মোতায়েন ৩০,০০০ রুশ সৈন্য যাতে ঘেরাও না হয়, তার জন্য তিনি ঐ সৈন্যদের সেসব জায়গা থেকে সরিয়ে আনেন।

তবে জে. সুরোভিকিন রণক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন। ফলে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তাকে সরিয়ে সেনাপ্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভকে ইউক্রেন অপারেশনের নেতৃত্ব দেন।

গেরাসিমভের তিন ডেপুটির একজন হন সুরোভিকিন।

তিনি প্রথম নজর কাড়েন ১৯৯১ সালে আগস্ট মাসে। তিনি তখন সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। মিখাইল গর্বাচভের ক্ষমতাচ্যুতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভের সময় মানুষজন ব্যারিকেড তৈরি করলে তিনি তা ভাঙ্গার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দেন।

সেসময় তিনজন বিক্ষোভকারী মারা যায়, কিন্তু সুরোভিকিনের কোনো শাস্তি হয়নি এই যুক্তিতে যে তিনি তার ওপরের কর্মকর্তাদের নির্দেশমতো কাজ করেছিলেন।

এরপর তিনি নব্বইয়ের দশকে তাজিকিস্তানে যুদ্ধে এবং তারপর চেচনিয়ার যুদ্ধে অংশ নেন।

চেচনিয়ায় তার অধীনস্থ সৈন্যরাই কয়েকবার তার বিরুদ্ধে স্থানীয় বেসামরিক লোকজনের ওপর নির্মম আচরণের অভিযোগ এনেছিলেন।

২০১৭ সালে জে. সুরোভিকিনকে সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের সমর্থনে যুদ্ধরত রুশ বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

সিরিয়ায় আট মাস দায়িত্ব পালনের সময় রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ ওঠে। এমনকি রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ এবং হাসপাতালে বোমাবর্ষণের অভিযোগও ওঠে তখন।

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলে, জে. সুরোভিকিন এবং অন্যান্য রুশ এবং সিরিয়ান কম্যান্ডাররা ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ইদলিব প্রদেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় জেনে-বুঝে বেসামরিক এলাকায় এবং অবকাঠামোতে বোমা হামলা চালিয়েছেন।

সেসময়, রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ এবং হাসপাতালে বোমা হামলার জন্য রুশ বাহিনীকে অভিযুক্ত করা হয়।

রুশ সরকার অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।

সিরিয়া থেকে ফেরার পর জে. সুরোভিকিনকে রুশ অ্যারোস্পেস ফোর্সেস অর্থাৎ বিমান এবং মহাকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা করা হয়। তাকে 'হিরো অব রাশিয়া' অর্থাৎ রাশিয়ার সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবে ভূষিত করেন প্রেসিডেন্ট পুতিন।

রাশিয়ায় ওয়াগনার বিদ্রোহের পর সিআইএর জন্য 'গুপ্তচর সংগ্রহের সুযোগ'

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা সিআইএর প্রধান বলেছেন ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বকে খর্ব করে দিচ্ছে।

সংস্থাটির পরিচালক উইলিয়াম জে বার্নস বলেছেন এই যুদ্ধে রাশিয়ার লোকজন যেভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে তার ফলে সিআইএর পক্ষে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমেরিকার শীর্ষ এই গোয়েন্দা যুক্তরাজ্যের ডিচলে ফাউন্ডেশনে বক্তব্য দেওয়ার সময় এই মন্তব্য করেন। রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের বিদ্রোহের সপ্তাহ খানেক পরে তিনি এই ভাষণ দেন।

মি. বার্নস বলেন প্রিগোশিন মস্কোকে যেভাবে সশস্ত্র চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তার প্রতি সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, যখন তার ভাড়াটে সৈন্যরা রাশিয়ার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

সিআইএর প্রধান বলেন প্রিগোশিনের এই বিদ্রোহ পরিষ্কার ভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে যে এই যুদ্ধের কারণ পুতিনের নিজের সমাজ ও নিজের সরকার কীভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

মি. বার্নস বলেন শুধু যে প্রিগোশিনের কর্মকাণ্ডেরই প্রভাব পড়ছে তা নয়, তার বিভিন্ন বক্তব্য যেখানে তিনি এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা ও বাস্তবায়ন এই উভয় বিষয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তার প্রভাব আরো কিছু সময় ধরে পড়তে থাকবে।

এই যুদ্ধের ব্যাপারে যে অসন্তোষ তা রুশ নেতৃত্বকে আরো বেশি ক্ষয় করে ফেলবে, বলেন তিনি।

তিনি বলেন যে এই অসন্তোষ তাদের সিআইএর জন্য বিরল এক সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে যার ফলে সংস্থাটি এখন রাশিয়ার ব্যাপারে গোপন তথ্যের জন্য রাশিয়া থেকে সহজেই গুপ্তচর সংগ্রহ করতে পারবে।

আমরা এই সুযোগ নষ্ট হতে দেব না, উপস্থিতি দর্শকরা তার এই মন্তব্যে হেসে উঠলে তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই এটাকে কাজে লাগাবো।

রাশিয়া থেকে গুপ্তচর সংগ্রহের লক্ষ্যে সিআইএ সম্প্রতি সোশাল মিডিয়াতে নতুন করে প্রচারণা চালাতে শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে টেলিগ্রামে পোস্ট করা হয়েছে একটি ভিডিও। রাশিয়াতে লোকজনের কাছে এই সামাজিক মাধ্যমটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই ভিডিওতে নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে সিআইএর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে সেবিষয়ে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম সপ্তাহেই এই ভিডিওটি ২৫ লক্ষ বার দেখা হয়েছে।

অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তাদের মতো সিআইএর পরিচালক মি. বার্নস আবারও বলেছেন যে প্রিগোশিনের বিদ্রোহে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই।

তবে ওয়াশিংটন পোস্টে সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে ওয়াগনারের বিদ্রোহের আগে তিনি গোপনে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ সফর করেছিলেন। এই রিপোর্টের বিষয়ে মি. বার্নস সরাসরি কোনো মন্তব্য করেন নি।

ওয়াশিংটন পোস্টের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে তার ওই সফরে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রুশ বাহিনীর ওপর ইউক্রেনের পাল্টা হামলায় উল্লেখযোগ্য কিছু এলাকা যদি পুনর্দখল করে নেওয়া যায় তাহলে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার রাস্তা তৈরি হতে পারে।

মি. বার্নস - যিনি ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাশিয়াতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন - বলেছেন গত দুই দশক ধরে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং একারণে তিনি পুতিন ও রাশিয়াকে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারেন।

তবে তিনি বলেছেন একটা বিষয় তিনি শিখেছেন এবং সেটা হচ্ছে ইউক্রেনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট পুতিনের যে মোহ সেটাতে তারা সবসময়ই খাটো করে দেখেছেন।

রুশ নেতা পুতিন বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেন ছাড়া রাশিয়া বড়ো শক্তি হতে পারবে না এবং মি. পুতিন নিজেও বড় একজন নেতা হতে পারবেন না, বলেন মি. বার্নস।

তার এই মর্মান্তিক ও পাশবিক মোহ রাশিয়ার জন্য ইতোমধ্যে দুর্নাম বয়ে এনেছে এবং এর দুর্বলতাগুলো বের হয়ে এসেছে, বলেন তিনি।

পুতিনের এই যুদ্ধ ইতোমধ্যেই রাশিয়ার কৌশলগত ব্যর্থতা,এর সামরিক দুর্বলতা নগ্ন হয়ে পড়েছে, এর ভবিষ্যৎ অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বলেন তিনি।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সংকট বেড়েছে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর : সমীক্ষা

ঢাকা (এজেন্সী) : আন্তর্জাতিক অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা একশন এইড পরিচালিত, নতুন একটি সমীক্ষা অনুসারে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে, বিশ্বে খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে এবং এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর। চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকগুলো সূচকে বেড়েছে, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশে সারের দাম বেড়েছে ১০৫ শতাংশ, চিনির দাম ৬০ শতাংশ, পেট্রোলের দাম ৪৭ শতাংশ এবং স্যানিটারি প্যাডের দাম বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের জনগণ একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে নারী, মেয়ে ও শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে তাদের শিক্ষা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে আপোস করতে হচ্ছে।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল জুড়ে মোট ১৪ টি দেশে এক হাজারের বেশি মানুষের ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা গেছে যে নিরীক্ষণের সময় সারের দাম ১১৫ শতাংশ বা এর বেশি বেড়েছে, পেট্রোল ও স্যানিটারি প্যাডের দাম ৮০ শতাংশ বা তার বেশি বেড়েছে। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি, নারী স্বাস্থ্যের অবনতি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। একশন এইড-এর গ্লোবাল পলিসি অ্যানালিস্ট আলবার্টা গুয়েরা বলেন, এই সমীক্ষা আমাদের দেখায় যে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষরা আকাশ ছোঁয়া খাদ্য, জ্বালানি ও সারের দামের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে, নারী ও কন্যাশিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা এই সময়ে নানা সংকট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যা তাদের খাদ্যগ্রহণ, শিক্ষা, বাল্যবিবাহ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশসহ ১৪ টি দেশের মধ্যে ১০ টি দেশে মেয়ে ও ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার বেড়েছে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপও বাল্যবিবাহের হার বাড়িয়ে দিয়েছে।

এবিষয়ে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার এক বাসিন্দা বলেন, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের নিরাপত্তার চেয়ে শিক্ষা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেদেরকে বাংলাদেশে পাথর কোয়ারিতে বা যাদুকাটা নদীতে প্রতিদিন ৩০০ টাকায় বালু উত্তোলনের কাজ করতে হয়। এ কারণে তারা স্কুলে যেতে পারে না।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব, ঋণের চাপ এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন থেকে শুরু করে একাধিক সংকটে রয়েছে। এই কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো জলবায়ু বিপর্যয়, কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

একশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, জ্বালানির দামের অস্থিরতা সব ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে খাদ্যের ওপর, যা নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করে। আমাদের জাতীয় প্রতিবেদন (বাংলাদেশ ব্যাংক) নির্দেশ করে যে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। যদি আমরা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এখন চাল ও ডিমের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর জন্য আগের দামের প্রায় দ্বিগুণ মূল্য দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, যার ফলে খাদ্যগ্রহণে মারাত্মক হ্রাস ঘটেছে, যা মানুষের পুষ্টির ভারসাম্যকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, আমাদের বিদ্যুৎ খাত অত্যন্ত জ্বালানি-নির্ভর তাই জ্বালানির অতিরিক্ত দাম আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং জাতীয় ব্যয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। ফারাহ কবির বলেন, একশন-এইড একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পর্যাপ্ত তহবিল-এর পক্ষে জোর দাবি জানাচ্ছে যা, জলবায়ু পরিবর্তন, ঋণের চাপ এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের গভীর প্রতিক্রিয়াসহ মূল্য সংকটকে বাড়িয়ে তোলা সমস্ত আন্তঃসংযুক্ত সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম। ১৪ টি দেশের মোট ১০১০ জন মানুষের মধ্যে, চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়। উত্তরদাতাদের ৬৩ শতাংশ ছিলেন নারী। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সমীক্ষার দিনে গমের পণ্য, রান্নার তেল, পেট্রোল, রান্নার জন্য গ্যাস, সার ও স্যানিটারি প্যাডের দাম কত ছিলো এবং এই পণ্যগুলো মূল্য ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগের মূল্যের সাথে তুলনা করা হয় (যখন রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করেছিলো)। জরিপে অংশ নেয়া ১৪টি দেশ হলো আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি), ইথিওপিয়া, হাইতি, কেনিয়া, মালাউই, মিয়ানমার, নেপাল, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, সোমালিল্যান্ড, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে।

সাংহাই জোটে যোগ দিয়ে তেহরান বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ও অর্থনীতির উন্নয়ন করতে চায়

তেহরান (এজেন্সী) : অর্থনীতির উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর প্রত্যাশায় ইরান এ বছর তাদের কূটনীতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। দেশটির প্রেসিডেঃট ও প্রধানমন্ত্রী লাতিন আমেরিকা সফর করেছেন, সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরবের কূটনীতিকদের নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। বলা যায়, এসব উদ্যোগ সফল হয়েছে। এই সপ্তাহান্তে ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে সাংহাই কোঅপারেটিভ অরগানাইজেশনে (এসসিও) যোগ দিয়েছে। শুক্রবার মস্কোয় এসসিওর একটি কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, ৪ জুলাই রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে ইরানের পূর্ণ সদস্যপদের বিষয়টি অনুমোদন পাবে। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ ঘায়েদি চীনের মতো নব্য ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ও যেসব সংস্থা এসব রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে, সেগুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, ইরান এসব সংস্থার সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘায়েদি ভয়েস অফ আমেরিকার ফার্সি বিভাগকে জানান, এসসিওতে যোগদানের মাধ্যমে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা বিধিনিষেধের প্রভাব কমানোর আশা করছে। বস্তুত তারা পশ্চিমকে আঞ্চলিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাইছে এবং তুরস্ক ও সৌদি আরবের সঙ্গে দর কষাকষিতে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে চাইছে। এ দুটি দেশও সাংহাই জোটে যোগ দিতে আগ্রহী। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এসসিও। এটি একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংস্থা, যার ৮ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আছে চীন, রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান। বর্তমানে ইরান এই ইউরেশীয় জোটে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় রয়েছে। ইরানের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে অপর একটি জোট ব্রিক্স'এ অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যেটিতে পশ্চিমা দেশদের বাদ রাখা হয়েছে। ব্রিকস গ্রুপের সদস্যরা হল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।